দি ডগ ক্রুসো

আর. এম. ব্যাল্যাণ্টাইন

অনুবাদ করেছেন

অমিয়কুমার চক্রবর্তী

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ভাদ্র, ১৩৬৮
অগস্ট, ১৯৬১
প্রকাশ করেছেন
নমিতা চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
পঞ্চানন চক্রবর্তী
মহামায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

'দি ডগ ক্রুসো অ্যাণ্ড হিজ মাস্টার' হল রবার্ট মাইকেল ব্যাল্যান্টাইনের (১৮২৫—১৮৯৪) একটি শ্রেষ্ঠ কিশোর-উপন্যাস। মাস্তাং উপত্যকার জো, ডিক আর হেনরির রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে অভিযান আর ডিকের কুকুর ক্রুসোর অদ্ভুত প্রভুভক্তি ও বুদ্ধিমত্তার রোমাঞ্চকর কাহিনী। লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেকটি চরিত্র ও বর্ণনা অপূর্ব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। ঈষৎ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

এক

প্রথমেই আমরা পাঠককে নিয়ে যাব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তে, মিসুরি নদী ও তার শাখা-প্রশাখার জলে ধোয়া সেই বন্য দেশে, আধুনিক সভ্যতা যেখানে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। রেড ইণ্ডিয়ানদের যে-সব জাতি এ দেশে বাস করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পনি, সিয়াউ, পেইগান, দেলওয়ারার, ক্রো, ব্ল্যাকফুট প্রভৃতি। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যতই সভ্য মানুষ বন-জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করছে, এই রেড-ইণ্ডিয়ানরা ততই একটু একটু করে রকি পর্বতমালার দিকে পেছিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

মানুষ ছাড়াও এ অঞ্চলে বাস করে বুনো ঘোড়া, গর্দভ, হরিণ, মোষ আর ব্যাজার। মুক্ত প্রাণের আবহাওয়ায় প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠার ফলে এ দেশের পশুপাখি, মানুষ সবাই সর্বান্তঃকরণে স্বাধীন, উদ্দাম, প্রাণচঞ্চল।

মিসুরির শাখাপ্রশাখা-ধৌত ঐ দেশের এক বিশেষ অঞ্চলে প্রকৃতি যেন তার সমস্ত ঐশ্বর্যসম্ভার ঢেলে দিয়েছে। বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের পর প্রান্তর, কোঁথাও বা বনের পর বন। সেই ঘন সবুজের বুকে এক অপূর্ব সরোবর যেন মুক্তোর মত ঝলমল করছে। এ জায়গার নাম মাস্তাং উপত্যকা। এই সুন্দর উপত্যকায় আজ পর্যন্ত সাদা মানুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এখানে আজও নেকড়ে বাঘ এবং ভাল্লুকের আধিপত্য বজায় রয়েছে।

যখনকার কথা লিখছি, তার কিছুদিন পূর্বে কয়েক ঘর বিশ্রামপ্রার্থীর দল এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সভ্য জগতের হট্টগোল থেকে অব্যাহতির আশায় তারা এখানে এসে বসবাস শুরু করে। বন্য জন্তু ও বন্য মানুষের অস্তিত্বের কথা তাদের অজানা ছিল না, এবং তারা সে জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।

প্রথম যখন তারা বসতি স্থাপনের জন্য এ দেশে আসে, এ উপত্যকা তখন ছিল একদল মাস্তাং হরিণের চারণ-ভূমি। অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বন্য হরিণগুলি আর্ত চিৎকার তুলে, কেশর দুলিয়ে, হাওয়ার বেগে কোথায় মিলিয়ে গেল। এই ঘটনা থেকেই এ উপত্যকার নাম হয়েছে মাস্তাং উপত্যকা।

চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার পর আর বিশ্রামপ্রার্থীদের তাদের আশ্রয়-স্থান খুঁজে নিতে সময় লাগল না। সঙ্গে সঙ্গেই বসতি নির্মাণের কাজ শুরু হল। একে-একে গাছপালা কাটা পড়তে লাগল, এখানে ওখানে মাথা তুলতে লাগল ছোটখাট শিবির। সেই নির্জনতাকে সচকিত করে শিকারীদের বন্দুক থেকে থেকে জানিয়ে দিল, শিবিরে ভোজ্যের ব্যবস্থাটা নিতান্ত হতাশাজনক হবে না। কিছুদিনের মধ্যেই মাস্তাং উপত্যকা এক বর্ধিষ্ণু উপনিবেশে পরিণত হল।

সংবাদ পেতে অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের দেরি হল না। বন্য পশুর চর্মের বিনিময়ে তারা শ্বেতাঙ্গদের ছুরি, কাঁচি, মালা, পেতল, টিন গ্রহণ করত; কিন্তু তবুও তারা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করত এই 'ফ্যাকাশে-মুখো'দের, কারণ এরা এসে উপনিবেশ স্থাপন করার ফলে তাদের শিকারের পরিধি এখন অনেকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। শ্বেতাঙ্গরা যদি সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় তাদের সমকক্ষ না হত তো কোন্ কালেই তারা এদের হাতে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হত!

এই শ্বেতাঙ্গদের সমাজপতি ছিলেন মেজর হোপ। মেজর হোপ

ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিকারী, অব্যর্থ ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই নতুন উপনিবেশে তাঁর প্রথম কাজ হয়েছিল একটা ছোটখাট দুর্গ তৈরি করা, যাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে না হয়। শ্বেতাঙ্গ সমাজের ত্রাণকর্তা হিসেবে মেজর হোপ এই দুর্গেই বসবাস করতেন।

এইবার আমাদের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। প্রথমেই বলব ক্রুসোর কথা, কেননা এই দুর্গই হল ক্রুসোর জন্মস্থান। তার শৈশবের কয়েকটা দিন সে এখানেই নেচে-কুঁদে, হেসে খেলে কাটিয়েছে। ক্রুসোর পিতা মাতা উভয়েই ছিল বনেদি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড বংশের কুকুর। তার বাপের নামও ছিল ক্রুসো, আর মায়ের নাম ফ্যান।

ক্রুসোর জন্মের সময় তার সঙ্গে তার এক ভাই আর দুটি বোনও জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের তিনজনের একসঙ্গে অপঘাতে মৃত্যু ঘটে। মায়ের অনুমতি না নিয়ে একদিন তারা চারজন নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল, হঠাৎ সবাই একসঙ্গে জলে পড়ে যায়। ওদের বয়স তখন মাত্র এক মাস। ফ্যান দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে প্রথমে ক্রুসোকে উদ্ধার করে। পরে অন্য বাচ্চাগুলোকেও সে ডাঙায় তুলেছিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে তারা সবাই শেষ হয়ে গেছে।

এর কিছুদিন পরে ক্রুসো আবার এক দুর্ঘটনা থেকে নিতান্ত ভাগ্য-ক্রমে রক্ষা পায়। এক সুন্দর অপরাহ্ণের কথা বলছি। একদল সিয়াউ ইণ্ডিয়ান মাস্তাং উপত্যকায় কি কাজে এসে দুর্গের কাছেই তাঁবু খাটিয়েছিল। মেজর হোপের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে রেড-ইণ্ডিয়ানরা খাবারের আয়োজন করছে। এক তরুণ শিকারী নীরবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাদের। তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালা হয়েছে, একটি রেড ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক কেটলি করে কি-একটা তাতে গরম করছে। তার ছোট ছেলেটা কয়েকটা রেড ইণ্ডিয়ান কুকুর-বাচ্চার

সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে খেলা করছে। তাঁবুর সর্দার আর তার দুই ছেলে মোষের চামড়ার ওপর বসে অলসভাবে পাইপ টানছে আর তাদের লক্ষ্য করছে। ছেলেটার অদ্ভুত হাবভাব দেখে তরুণ শিকারী বেশ মজা উপভোগ করছে।

মাস্তাং উপত্যকার সাধারণ শিকারীর সঙ্গে এই তরুণটির সাদৃশ্য খুব বেশি নয়। পুরুষোচিত দৈর্ঘ্য ও শক্তির অধিকারী হলেও তার চেহারায় বলিষ্ঠতার থেকে বেশি করে চোখে পড়ে কমনীয়তা ও কর্ম-নিপুণতা। নির্জন বনে বনে একা ঘুরে বেড়ানোই তার প্রধান বিলাস। তার মাথার চুল বাদামি, চোখের রঙ উজ্জ্বল নীল। ওদেশি শিকারীদের মত তারও মাথায় হরিণের চামড়ার টুপি, পরনে চামড়ার শার্ট।

"রেড ইণ্ডিয়ানদের দেখে তোমার খুব হাসি পাচ্ছে দেখছি ডিক ভার্লে!' দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে লক্ষ্য করে একজন বললে।

"সত্যি তাই, জো ব্লাণ্ট!" যুবক তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে।

"সাবধান কিন্তু, ওদের নিয়ে বেশি হাসাহাসি কোরো না; একটুতেই ওদের মেজাজ চড়ে যায়। জান তো, একবার খেপে গেলে ওরা সহজে শান্ত হয় না।"

"না না, ঐ রেড ইণ্ডিয়ান বাচ্চাটার রকম-সকম দেখে হাসছি। তুমিই বল, ওর কাণ্ড দেখে না হেসে থাকা যায় কি?"

বাচ্চাটা তখন একটা ছোট কুকুরছানার সঙ্গে হৈ-হৈ করছিল।

হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকটি এক হাতে কুকুরছানাটাকে পেছনের পা ধরে টেনে তুলে অপর হাতে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে তাকে নির্দয় ভাবে প্রহার করতে শুরু করল। কুকুরছানাটাকে একেবারে না মেরে ফেলে সেটাকে সে আগুনের ওপর তুলে ধরল,—উদ্দেশ্য, এভাবে লোমগুলো পুড়ে যাওয়ার পর তাকে রান্নার কড়ায় ফেলবে। কুকুর-

বাচ্চাটা তার বজ্রমুষ্টির ভেতর থেকে প্রাণপণে মুক্তির চেষ্টা করছে।

ডিক ভার্সের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হতেই সে বুঝল, এ কুকুর-বাচ্চাটা মেজর হোপের ক্রুসো ছাড়া আর কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ডিক ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে এমনভাবে স্ত্রীলোকটির কাছে লাফিয়ে এল যে সঙ্গে সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ান তিনটে চমকে উঠে তাদের 'টোম্যাহক' বাগিয়ে ধরল।

টোম্যাহক হচ্ছে রেড ইণ্ডিয়ানদের একরকম যুদ্ধের অস্ত্র। অস্ত্রটি হালকা, দরকার হলে ছুঁড়েও মারা যায়।

জো ব্লাণ্ট এক পা-ও অগ্রসর হল না বটে, কিন্তু তার স্থির, কঠোর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ওরা আর অগ্রসর হতে সাহস করলে না। ডিক ভার্সেও ক্রুসোকে স্ত্রীলোকটির কবল থেকে উদ্ধার করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, তারপর বাচ্চাটাকে কোলে করে অগ্রসর হল দুর্গের দিকে।

ও অঞ্চলের শিকারী বলতে যা বোঝায়, জো ব্লাণ্ট হল মনে-প্রাণে তাই। তার আকৃতি ছিল যথার্থ শিকারীসুলভ ; বন্দুকের লক্ষ্য প্রায় অব্যর্থ। জো অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। হাসিঠাট্টা সে পারত-পক্ষে ভালবাসে না। ডিক ভার্সের এই ব্যাপার দেখে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নি ; মনে মনে বললে, "নাঃ, এই গোঁয়াতুর্মির জন্যে কোনদিন ছেলেটা বিপদে পড়বে দেখছি!" বলে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল।

বেচারা ক্রুসো! তার শরীরের প্রায় সমস্ত লোম পুড়ে গিয়েছে। ডিক ভার্সের কোলে আশ্রয় পেয়ে সে কাতর কণ্ঠে কোঁ কোঁ করে অভিযোগ জানালো। কী উপায়ে ক্যান তাকে সারিয়ে তুলল জানি না, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ক্রুসো আবার আগের মতই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল।

দুই

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই মাস্তাং উপত্যকাবাসীরা তাদের অধিনায়ককে হারালো। মেজর হোপ একদিন জানিয়ে দিলেন, বিশেষ কারণে তাঁকে চিরদিনের জন্য উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তিনি যাবার আগে তাঁর যা কিছু সব উপত্যকাবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বিলিয়ে দিলেন না কেবল ফ্যান, ক্রুসো আর তাঁর সুবিখ্যাত রাইফেলটা। এগুলো তিনি তাকেই দেবেন ঘোষণা করলেন, যার লক্ষ্য সবার থেকে ভাল বলে প্রমাণিত হবে।

নদীর ধারে এক প্রশস্ত সমতল ভূমি বেছে নেওয়া হল। যথা সময়ে দলে দলে প্রতিযোগীরা এসে যোগ দিল।

যথাস্থানে পৌঁছে ডিককে দেখতে পেয়ে জো ব্লাণ্ট বললে, "এই যে, সবার আগেই ঠিক এসে গেছ দেখছি!"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক হল আমি এসেছি। কি একটা নতুন রকমের ফুল জ্যাক মরগ্যান বলছিল এখানে দেখেছে, তাই খুঁজছিলাম। খুঁজে পেয়েওছি, এই দেখ। এ ফুল তুমি আগে দেখেছ কখনো?"

রাইফেলটা একটা গাছে হেলান দিয়ে রেখে ফুলটা ভাল করে লক্ষ্য করে জো ব্লাণ্ট বললে, "হ্যাঁ, রকি পাহাড় অঞ্চলে অনেক দেখেছি। কিন্তু এখানে এর আগে কখনো দেখি নি। এটা কেমন করে এসে পড়েছে কে জানে! যতদূর মনে পড়ে, এ ফুল আমি শেষ-বার দেখেছিলাম ইয়েলোস্টোন নদীর উৎসের কাছে, ঠিক যে জায়গায় আমি একটা গ্রিজলি ভালুক শিকার করেছিলাম।"

"এ কি সেই ভালুক—যেটার কথা তুমি সেদিন বলছিলে ?"

"হ্যাঁ, সেইটে। ছটা গুলি আর দশবার ছোরার আঘাত খেয়ে তবে কাবু হয়েছিল ভালুকটা। আমাকেও সে রীতিমত কাহিল করে এনেছিল।"

"গ্রিজলি ভালুক শিকারের সুযোগের বিনিময়ে আমি আমার রাইফেলটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে রাজি !"—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ডিক বলে উঠল।

"তোমার রাইফেলটা যে পাবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান বলে না-ও মনে করতে পারে।"—এক গাঁট্টাগোঁট্টা শিকারী এগিয়ে আসতে আসতে বললে।

কথাটা রূঢ় হলেও সত্যি। ডিকের রাইফেলের যা অবস্থা, তাতে ওর ওপর কোনমতেই নির্ভর করা চলে না। ঘোড়া টিপলেই গুলি বেরোবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই, এবং যেক্ষেত্রে লক্ষ্য অব্যর্থ হবার কথা, তেমন অবস্থাতেও অনেক সময়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখা গেছে।

ইতিমধ্যে আরো অনেক প্রতিযোগী এসে উপস্থিত হওয়ায় এ বিষয়ে আর কোন কথা হল না। কয়েক মিনিট পরে মেজর হোপ এসে উপস্থিত হলেন ; তাঁর কাঁধে রাইফেল। তাঁর পেছনে পেছনে এল ফ্যান আর ক্রুসো। ছুটতে ছুটতে, মহা আনন্দে ডিগবাজি খেতে খেতে ক্রুসো মায়ের পেছনে পেছনে এসে হাজির হল।

সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাইফেলটার ওপর। এ অঞ্চলে এত চমৎকার রাইফেল আগে কেউ দেখে নি। সাধারণ রাইফেলের চেয়ে লম্বায় এটা কিছু ছোট এবং এর নলের ছিদ্র কিছুটা বড়। রাইফেলটার গঠনকার্য অপূর্ব ; তার ওপর হাতলটা আবার রুপোয় মোড়া।

যেখান থেকে লক্ষ্য পরীক্ষা করা হবে সেখানে এসে মেজর হোপ বললেন, "সর্তগুলো মনে রাখবে সবাই। প্রথমে যে ওই পেরেকটাকে

ঠিক বসাতে পারবে তারই জিত। প্রত্যেকে নিজের রাইফেল ব্যবহার করবে।"

"রাজি।" সকলে একবাক্যে বলে উঠল।

"বেশ, তাহলে বন্দুক পরিষ্কার করে প্রস্তুত হও সবাই। হেনরি পেরেক লাগিয়ে দেবে। এই নাও হেনরি।"

যে লোকটি এসে পেরেকটা নিল, তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা লক্ষ্য করবার মত। অন্য সকলের মত সে-ও আধা-চাষী আধা-শিকারী : তার পোশাকেও অভিনবত্ব কিছু নেই। আকৃতিতে অন্য সবার থেকে বিপুল এবং প্রচুর শক্তির অধিকারী হলেও হেনরির চলা-ফেরা, দৌড়-ঝাঁপ হাসিরই উদ্রেক করে। বন্দুকের লক্ষ্যও তার মোটেই ভাল নয়। কিন্তু তবুও হেনরি সবার প্রিয় পাত্র, এবং সে তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে।

এভাবে পেরেক বসানোর প্রতিযোগিতা ও-অঞ্চলের শিকারী-মহলে বহুদিন থেকে চলে আসছে। একটা বড়-মাথাওয়ালা পেরেক কোন গাছ বা কাঠের টুকরোর ওপরে খানিকটা গাঁথা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়, আর শিকারীরা পঞ্চাশ-ষাট গজ দূর থেকে গুলি ছোঁড়ে সেই পেরেক লক্ষ্য করে। এদের লক্ষ্য ভাল করে বিচার করার উদ্দেশ্যে মেজর হোপ এ-ক্ষেত্রে দূরত্বটা পঁচাত্তর গজ করেছেন।

বৃদ্ধের দলের দু-একজন ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করল, "দূরত্বটা বড় বেশি হয়ে গিয়েছে। এত দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করা একরকম অসম্ভব।"

একমাত্র হাড়গিলে জিমই যদি লক্ষ্য ভেদ করতে পারে!" —কে একজন বলল।

রোগা, লম্বাটে, কুৎসিত চেহারার জন্যে লোকে জিমকে হাড়গিলে বলে ডাকত এবং কেউই তাকে পছন্দ করত না। তার রাইফেলের গুলি খুব ছোট-ছোট হলেও বন্দুকের নির্ভুল লক্ষ্যের জন্য তার সুনাম ছিল।

পরীক্ষা শুরু হল। একে-একে চেষ্টা করল অনেকে, এবং পেরেকের চারদিকে অসংখ্য ছিদ্র হল, কিন্তু কেউ লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে না। এরপর এল জো ব্লান্টের পালা। জো-র গুলি পেরেকের গা ঘেঁষে গাছে প্রবেশ করল।

মেজর বললেন, "সেকি জো, তুমিও ব্যর্থ হলে? আমি তো আশা করেছিলাম তুমিই জয়ী হবে!"

"সে আশা আমারও ছিল। কিন্তু স্যর, এত দূর থেকে ঐটুকু পেরেকের মাথা আমি ঠিক দেখতেই পাই নি।"

"তোমার চোখ নেই বলেই তুমি দেখতে পাও নি।" বিদ্রূপের স্বরে কথাগুলো বলে হাড়গিলে জিম এগিয়ে এল।

সঙ্গে-সঙ্গে সব কোলাহল থেমে গেল। ওস্তাদের লক্ষ্যভেদ দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল সবাই। জিমের গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হর্ষধ্বনি উঠল, কারণ জিমের গুলি পেরেকের মাথার এক ধারে লেগেছিল।

"এর থেকে ভাল লক্ষ্যভেদ কেউ না করতে পারলে একেই পুরস্কার দেব।"—কণ্ঠস্বরের হতাশার সুর অতি কষ্টে চেপে রেখে মেজর বললেন। "আচ্ছা, এর পরে কে আসছে?"

"ডিক ভার্লে! ডিক ভার্লে!" একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল ডিক। যেতে যেতে ফিস-ফিস করে জো-কে বললে, "আমার চেষ্টা করা বৃথা। এই মান্ধাতার আমলের বন্দুকের ওপর আমার একটুও আস্থা নেই।"

"তা হোক, ডিক, হাল ছেড়ো না।"—জো তাকে আশ্বাস দিয়ে বললে।

লক্ষ্য স্থির করে ডিক ঘোড়া টিপল, কিন্তু তার এমন দুর্ভাগ্য যে বন্দুক থেকে গুলিই বেরোলো না।

"ওকে আর-একটা বন্দুক দেওয়া হোক!"—এককণ্ঠে অনেকে

বলে উঠলো। বেচারা ডিকের দুর্ভাগ্য দেখে দুঃখিত হয়েছে সবাই।

"মেজর হোপের সর্ত অনুসারে তা হতে পারে না।"—বললে জিম।

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আচ্ছা ডিক, তুমি ঐ বন্দুকেই আর-একবার চেষ্টা কর।"

এবার আর ডিকের রাইফেল বিশ্বাসঘাতকতা করল না। ডিকের গুলি পেরেকের মাথার একপাশে গিয়ে আঘাত করল।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হাততালি পড়ল এবং জিম আর ডিকের মধ্যে কার লক্ষ্য ভাল হয়েছে এই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হল।

"এখনো অনেকে বাকি রয়েছে, চিৎকার থামাও।" বললেন মেজর হোপ।

কিন্তু বাকি যারা এসে পরীক্ষা গ্রহণ করল তারা কেউ এদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারল না।

তখন ঠিক হল, জিম আর ডিকের মধ্যে আবার পরীক্ষা হবে। ডিককে জো ব্লাণ্টের রাইফেলটি ব্যবহার করতে দিতে এবার আর কেউই আপত্তি করলে না।

টসে ডিকের নাম আগে উঠতে সে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে ভাল করে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলে।

এবার দেখা গেল, গুলির অর্ধেকটা পেরেকের মাথায় লেগে কেটে গেছে। ডিকের বন্ধুমহলে আনন্দ-গুঞ্জন শুরু হল। কিন্তু যারা তার অন্তরঙ্গ তাদের মনে দুর্ভাবনা দেখা দিল, কারণ তাদের ভয় হল, জিম হয়ত আরো ভালভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারবে।

এগিয়ে এল জিম। ধীরে ধীরে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করতে লাগল সে।

অনেকক্ষণ আমরা ক্রুসোর কোন খোঁজ করি নি। এতক্ষণ ধরে

মাকে জ্বালাতন করে ক্রুসো আবার নতুন কোন দুষ্টুমির সন্ধান করছিল। এমন সময় হঠাৎ হেনরি তার সামনের পা মাড়িয়ে দিতেই সে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তেই জিম তার ঘোড়া টিপছিল—এই অতর্কিত চিৎকারে তার হাত একটু কেঁপে গেল। দেখা গেল, সামান্য এক চুলের জন্য সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

রাগে অন্ধ হয়ে জিম ক্রুসোকে লক্ষ্য করে সজোরে লাথি ছুঁড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হেনরি তার রাইফেল দিয়ে বাধা দিতে ক্রুসো সে যাত্রা নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেলে। পায়ে আঘাত পেয়ে জিম যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

"মাপ কর ভাই," সহানুভূতি-মাখা স্বরে কথাগুলো বললেও হেনরি তার মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছিল না।

আর কোন কথা না বলে মনমরা জিম সে স্থান ত্যাগ করলে।

রুপোলি রাইফেলটা ডিকের হাতে দিয়ে মেজর বললেন, "যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমি আমার রাইফেল দিয়ে যাচ্ছি। তুমি যে এর সম্মান রক্ষা করতে পারবে, এ বিশ্বাস আমার আছে। জেনে রাখ, লক্ষ্য স্থির হলে এ রাইফেল কখনো ব্যর্থ হবে না। রাইফেলটার একটু যত্ন নিয়ো, এ তোমার চিরকালের সাথী হয়ে থাকবে।"

তিন

সকলে এসে ডিককে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালে। এই আকস্মিক সৌভাগ্যে ডিকের আর আনন্দ ধরে না। সবার অকুণ্ঠ প্রশংসায় সে লজ্জিত হয়ে উঠল। তারপর সে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গেল। একটি তের বছরের ছেলের কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, "এই নাও মার্শটন, আমার পুরোনো রাইফেল। নতুন

রাইফেল কেনার সামর্থ্য হলেই আমি তোমাকে এটা দেব, কথা দিয়েছিলাম। নিতান্ত ভাগ্য ভাল যে ইতিমধ্যেই আমি সে কথা রাখতে পারছি।"

মহা আনন্দে মার্শটন ডিককে জড়িয়ে ধরলে। খুব শৈশব থেকেই সে রাইফেলের স্বপ্ন দেখে আসছে। তাই ডিকের পুরোনো রাইফেল পেয়ে তার যা আনন্দ হল, রুপোলি রাইফেল জয় করে ডিকেরও ততটা আনন্দ হয়েছিল কি না সন্দেহ।

কিন্তু এবার দেখা দিল এক নতুন বিপদ। ফ্যান কিছুতেই তার পুরোনো প্রভুকে ছেড়ে যাবে না। মেজর বললেন, "ডিক, তোমাকে হয়ত দিনকতক ওকে বেঁধে রাখতে হবে।"

"না স্যর, তার দরকার হবে না।"—বলে ডিক ক্রুসোকে তুলে নিয়ে কোটের নিচে রাখল, তারপর রুপোলি রাইফেলটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে চলল তাড়াতাড়ি। ফ্যানের দিকে একবার ফিরেও তাকালে না।

ফ্যানের একগুঁয়েমি সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে গেল। আর কোন-রকম ইতস্তত না করে সে ডিকের অনুসরণ করল।

ডিকের বাড়ি গ্রামের আর পাঁচজনের বাড়ির মতই কাঠের তৈরি। বাড়িটা ছোট হলেও তাতে তার আর তার বিধবা মায়ের বেশ স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যেত।

ডিককে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ঢুকতে দেখে তার মা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কী রে ডিক, এত তাড়াহুড়ো কিসের? আর ও বন্দুকই বা কোথায় পেলি?"

"জিতেছি মা!"

"জিতেছিস!"

"হ্যাঁ, মা। পেরেকটার ঠিক মাথায় গুলি লাগিয়েছি,—জো-র

রাইফেলে আর-একটু অভ্যস্ত হলে পেরেকটা একেবারে বসিয়েই দিতাম।"

পুত্রের গর্বে মায়ের বুক ফুলে উঠল। ডিক রাইফেলটা টেবলের ওপর রেখে তাদের লক্ষ্যভেদের কাহিনী এক নিশ্বাসে বলে শেষ করলে।

"তা, বেশ করেছিস বাবা!" ডিকের মাথায় হাত বুলিয়ে মা বললেন, "কিন্তু বাইরের দরজায় ও কিসের আঁচড়ানোর শব্দ হচ্ছে বল্ তো?"

"ওঃ, আমি একেবারে ভুলে গিয়েছি মা! ও হল ফ্যান!—আয় রে ফ্যান, আয়, আয়!" বলে ডিক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে।

"আরে, এ যে মেজরের কুকুর! এ কোথা থেকে এল?"

"ওকেও যে জিতেছি, মা!"

"ওকেও জিতেছিস!"

"হ্যাঁ, মা! ওকে, আর ওর এই বাচ্চাটাকেও।" বলে ডিক কোটের ভেতর থেকে ক্রুসোকে বার করলে।

ডিকের বুকের কাছে আশ্রয় পেয়ে ক্রুসো কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল: এভাবে তার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে কেঁউ-কেঁউ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যান তার কাছে এসে হাজির।

"যা ফ্যান, ওকে নিয়ে ঐ কোণে আরাম করে বোস।—মা, ওকে কিছু খেতে দাও, ওর খিদে পেয়েছে। দেখছ না, কেমনভাবে তাকাচ্ছে!"

ডিকের এবার নতুন কাজ জুটল—ক্রুসোকে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এই শিক্ষাদানের প্রথম কয়েকটি দিন তাকে পরম হতাশার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল।

একদিন ডিক ক্রুসোকে নিজের হাতে খাইয়েছে। উদ্দেশ্য, ক্রুসোর হৃদয় জয় করা। তারপর একদিন বিকেলে ডিক তাকে সরোবরের ধারে নিয়ে গেল।

কুকুরের স্বভাব সম্বন্ধে একটা কথা এখানে বলে রাখি। সাধারণত খাবার দিলেই যে কুকুরের হৃদয় জয় করা যায় এ সত্যি হলেও, কুকুরের ভালবাসার মধ্যে মহত্ত্ব আছে এবং সব সময়েই তা স্বার্থ-প্রণোদিত নয়। এমনও দেখা গেছে, অনেক প্রহারেও সে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে দূরে যেতে চায় না। যদি বা কখনো প্রহার সহ্য করতে না পেরে দূরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার পরেও সামান্যতম ইঙ্গিতেই তাকে আবার প্রভুর কাছে ফিরে আসতে দেখা গেছে।

ডিক ডাকল, "ক্রুসো, ক্রুসো, আয় তো বাচ্চু!"

নিজের নাম অবশ্য ক্রুসো ইতিমধ্যে শিখেছিল ; কিন্তু তার ধারণা ছিল যে তার নাম ধরে ডাকলেই তাকে খাবার দেওয়া হবে, কারণ এতদিন শুধু খাবার সময়েই তাকে ডাকা হত।

অদ্ভুতভাবে লাফাতে লাফাতে ক্রুসো ডিকের কাছে এসে হাজির। কান খাড়া করে ল্যাজ নাড়তে লাগল সে।

"শোন্ ক্রুসো, আজ থেকে তোর শিক্ষা শুরু হবে, বুঝলি?"

ক্রুসো বুঝল কি না জানি না ; ডিকের কথা শুনে সে প্রথমে কানদুটো খুব খাড়া করলে, তারপর মাথাটা একটু একটু করে একদিকে যতদূর সম্ভব বেঁকালে। তারপর ঠিক তেমনিভাবেই আবার উল্টো দিকে বেঁকালে। ডিক আর থাকতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠতেই ক্রুসোর সে কী ভীষণ চিৎকার!

সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করে ডিক বললে, "না ক্রুসো, খেলা নয়, এখন কাজের সময়।"

হাত থেকে একটা দস্তানা খুলে নিয়ে ডিক সেটা ক্রুসোর নাকের কাছে কিছুক্ষণ ধরলে ; তারপর সেটা কিছু দূরে ছুঁড়ে দিয়ে স্পষ্ট স্বরে বললে, "যা, নিয়ে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ক্রুসো দস্তানাটার দিকে ছুটে গেল, তারপর প্রাণপণে সেটাকে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগল। নিয়ে

আসার ব্যাপারটা বুঝলও না, আর তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও চাইল না।

দস্তানাটা ক্রুসোর কবল থেকে উদ্ধার করে ডিক আবার গিয়ে সেই পাথরের ওপর বসল।

"ক্রুসো, এখানে আয়।"

"যাব বৈকি ডিক, নিশ্চয় যাব!"—বললে ক্রুসো। ঠিক যে এই কথাগুলোই ক্রুসো মুখ ফুটে বললে তা অবশ্য নয়, কিন্তু সে যে ঠিক এই কথাগুলোই বলতে চাইছিল, এ তার হাবভাব দেখে খুব সহজেই বোঝা গেল। শুধু তাই নয়, সে যেন আরও বলতে চাইলে, "আবার অমনি খেল, ডিক, খুব মজা লাগছে, সত্যি বলছি!"

ডিক তার কথা শুনল, এবং ক্রুসো আগের মতই আবার এক-লাফে দস্তানাটা নিয়ে মহানন্দে খেলা শুরু করলে। কিন্তু ওটা নিয়ে আসার ব্যাপারে তাকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হল না।

এই ব্যাপার আরো অনেক বার চলল, কিন্তু তবুও যা 'নিয়ে আয়' ক্রুসোর বোধগম্য হল না।

এর পরও ডিক কয়েক দিন ধরে ক্রুসোকে 'নিয়ে আয়' শেখাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কোনও ফল হল না। দস্তানাটা নিয়ে খেলা করা ছাড়া ক্রুসোর যেন আর কাজ নেই। ডিক রোজ পকেটে করে মাংসের টুকরো নিয়ে যেত, ক্রুসো 'নিয়ে আয়' শিখলেই ওকে উপহার দেবে বলে। কিন্তু এ উপহারের কথা ক্রুসোর জানা না থাকায় তার আর কিছুতেই ওটা নিয়ে আসা হয়ে উঠল না।

শেষ পর্যন্ত ডিক দেখলে, এভাবে হবে না। তখন সে অন্য পন্থা অবলম্বন করলে। একদিন সকাল থেকে ক্রুসোকে কিছু খেতে না দিয়ে যথাসময়ে সে ওকে নিয়ে সরোবরের ধারে গেল। এই অদ্ভুত ব্যব-হারে ক্রুসো বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল, যেতে যেতে থেমে পড়ে পেছন ফিরে একবার তাকালে বাড়ির দিকে। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে

ডিকের মুখের দিকে তাকালে। ডিক কিন্তু নাছোড়বান্দা, এগিয়ে চলতে লাগল।

এক টুকরো মাংস ক্রুসোকে শুঁকতে দিতেই সে তা খাবার জন্যে ছটফট করতে লাগল, কিন্তু ডিক খেতে না দেওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হল সে। এবং তারপর যখন ডিক দস্তানাটা তার সামনে ছুঁড়ে দিলে তখন ক্রুসো বিশেষ উৎসাহ দেখালে না, সে ফিরে দাঁড়ালে।

"যা, নিয়ে আয়!" মাস্টারমশায় বললেন।

"না!" অবাধ্য ছাত্র নীরব ভাষায় উত্তর দিলে।

তখন ডিক দস্তানাটা তার মুখে দিয়ে দু-এক গজ সরে এসে মাংসের টুকরো দেখিয়ে বললে, "যা, নিয়ে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে দস্তানাটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে ক্রুসো মাংস লক্ষ্য করে লাফিয়ে উঠল। কিন্তু এবারেও তাকে হতাশ হতে হল, তত-ক্ষণে ডিক মাংসটা সরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয়বার ক্রুসো দস্তানাটা মুখে করেই এনে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ডিক তাকে অনেক আদর করে মাংসের টুকরো খেতে দিলে। তখনই ডিক আবার তাকে পরীক্ষা করলে, পাছে সে ভুলে যায়। ক্রুসো বুঝেছিল যে দস্তানাটা না আনলে ডিক তাকে মাংসও দেবে না, আদরও করবে না। ডিক এবার আর দস্তানাটা তার মুখে দিয়ে দিলে না, পাশে ফেলে রাখল। তারপর খানিকটা দূরে গিয়ে বললে, "নিয়ে আয়!"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ক্রুসো তক্ষুনি দস্তানাটা তুলে নিয়ে প্রভুর পায়ের কাছে রাখল।

এতক্ষণে তার শিক্ষা সম্বন্ধে ডিক নিশ্চিন্ত হল। তখনই ডিক পকেট থেকে সমস্ত মাংস বের করে দিলে, এবং ক্রুসোও সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ দুলিয়ে তাদের সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করল না। মহানন্দে শিষ দিতে দিতে ডিক পাথরের ওপর গিয়ে বসল।

এর পরে দু-বছর কেটে গেছে। বর্ধিষ্ণু মাস্তাং উপত্যকার অনেক উন্নতি হয়েছে ইতিমধ্যে। রেড ইণ্ডিয়ানরা দু-একবার উপত্যকা-বাসীদের ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিল বটে, কিন্তু সে আক্রমণ প্রতিহত করতে তাদের কোন বেগ পেতে হয় নি। কিশোর ডিক ভার্লে এতদিনে যৌবনে পদার্পণ করেছে, বাচ্চা ক্রুসোও বড় হয়ে কুকুরের পূর্ণ অবয়ব লাভ করেছে। শিকারীদের এবং রেড ইণ্ডিয়ান-দের মধ্যে এখন ডিকের 'রুপোলি' রাইফেলের নাম সুপরিচিত। তার অব্যর্থ সন্ধানের কথাও কারো অজানা নেই।

ক্রুসোর শিক্ষাও হয়েছে সম্পূর্ণ। বহু যত্নে, অসীম ধৈর্য সহকারে ডিক তাকে শিকারীর উপযুক্ত কুকুরে পরিণত করেছে। 'নিয়ে আয়', অথবা 'নিয়ে চল্'—এসব বুঝতে এখন আর তার মুহূর্তমাত্রও সময় লাগে না : এমনকি, সরোবরের জলে কোন জিনিস ফেলে দিলেও বেশ খানিক দূর পর্যন্ত ডুব দিয়ে ক্রুসো তা উদ্ধার করতে পারে—বিস্ময়কর তার সাঁতারের ক্ষমতা! ডিক যদি কোন শিকারের পেছনে ধাওয়া করে, ক্রুসো সেই শিকারকে পেছনে ফেলে তাকে ডিকের দিকে ফেরাতে পারে পর্যন্ত। কোন কিছু পাহারা দেবার দরকার হলেও ডিক জানে, সে ক্রুসোর ওপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারে। ক্রুসোর অন্য-অন্য গুণগুলোর কথা লিখতে গেলে বই অত্যন্ত বড় হয়ে উঠবে, তাই সে ভার আমরা তার জীবনী-লেখকের ওপরেই দিলাম।

ইতিমধ্যে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য-বিভাগের এক প্রতিনিধি একদল অশ্বারোহী নিয়ে মাস্তাং উপত্যকায় এসে উপস্থিত হওয়ায় চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। মেজর হোপ উপত্যকা ত্যাগ করায় জো ব্লাণ্ট সর্বসম্মতিক্রমে উপত্যকার সমাজপতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল এবং মেজর হোপের মত সেও দুর্গেই বসবাস করত।

রাষ্ট্র-প্রতিনিধির আগমনের উদ্দেশ্য, রেড ইণ্ডিয়ান এবং শ্বেতাঙ্গ-দের মধ্যে বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন করা। মাস্তাং উপত্যকার সমাজপতি

হিসেবে এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের আচার ব্যবহার ও তাদের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকার জন্য জো ব্লান্টকে ওরা এই অভিযানের উপযুক্ত বিবেচনা করেছে। এই অভিযানে যাবে তিনজন, এবং তার দু-জন সঙ্গী নির্বাচনের ভার থাকবে জো-র ওপরে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে কোন সন্ধি অথবা সহযোগিতার প্রস্তাব করতে গেলে যে উপহারের লোভ না দেখালে হয় না, এ তারা ভাল করেই জানত এবং সেজন্য তারা প্রস্তুত হয়েই এসেছিল।

রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে ডিক তার রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গল্প শুনছে। এ-কথা সে-কথার পর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সৈন্যেরা জো ব্লান্টের সঙ্গে এত কী কথা বলছে বল্ তো?"

ঠিক সেই সময়েই জো এসে উপস্থিত।

"আরে! জো নাকি? বাঃ, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। এই-মাত্র হরিণের মাংস উনুন থেকে নামালাম।"

"তাই নাকি? বাঃ, বাঃ! তবে ধন্যবাদটা বোধহয় রুপোলি বন্দুকেরই প্রাপ্য।"

"বন্দুকের নয়, বন্দুকের মালিকের।"—মা হেসে বললেন।

"তার চেয়ে বরং বল, ক্রুসোর,—কারণ ও যদি হরিণটাকে আমার দিকে তাড়িয়ে না আনত তাহলে কি আমি তাকে শিকার করতে পারতাম?" ডিক বললে।

"এভাবে তর্ক করলে তো বলতে হয়, সমস্ত কৃতিত্বটা ক্রুসোর মা ফ্যানেরই। কারণ সে যদি না ক্রুসোকে পেটে ধরত তাহলে ক্রুসোই বা আসত কোথা থেকে? সে কথা যাক, এখন কাজের কথা বলি। দু-জন সঙ্গী নিয়ে ওরা আমাকে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সদ্ভাব পাতাবার জন্যে পাঠাতে চায়।"

"আহা, আমিও যদি যেতে পেতাম!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিক বললে।

"তোমাকে তো নিতেই এসেছি হে! জান না, আমার সঙ্গী-. নির্বাচনের ভার যে আমারই ওপরে। তুমি রাজি কি না এখনই জানিয়ে দাও ; কারণ কাল ভোরেই আমাদের রওনা হতে হবে।"

"এত তাড়াতাড়ি!" উদ্বিগ্ন স্বরে মিসেস ভালে' বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, কারণ 'পনি'রা এখন ইয়েলো-ক্রীকের কাছটায় তাঁবু গেড়ে আছে। শুনেছি শিগগিরই ওরা তাঁবু উঠিয়ে আরো পশ্চিমে চলে যাবে। তার আগেই আমাদের গিয়ে পৌঁছোনো উচিত।"

"আমায় যেতে দেবে তো মা?" উদ্বিগ্নস্বরে ডিক প্রশ্ন করলে।

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে মা ধীর, শান্ত স্বরে বললেন, "হ্যাঁ বাবা, দেব বৈকি! ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন। চিরদিন তো আর তোকে ধরে রাখতে পারব না রে! রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে তোর প্রথম অভিযান যদি শান্তির প্রচেষ্টাতেই হয় তো তার চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে?"

ডিক মায়ের হাতদুটো নিজের গালের ওপর চেপে ধরলে। এই সব হৃদয়াবেগ-বিনিময়ের দৃশ্য ক্রুসো নির্বিকার হয়ে দেখে যেতে পারল না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডিকের গায়ে নাক বোলাতে বোলাতে সে-ও জানালে তার সমবেদনা।

"আরে বাচ্চু! হ্যাঁ হ্যাঁ, তুইও যাবি! ক্রুসোও যাবে, কী বল জো?"

"কিন্তু সে কি ঠিক হবে? বিপদের সময়ে যখন খুব সাবধানের সঙ্গে কাজ করা দরকার, তখন ওকে নিয়ে—"

"বিশ্বাস কর, আমার ওপর যদি নির্ভর করতে পার তো ক্রুসোর ওপরেও নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারবে।"

"আচ্ছা, তাহলে ক্রুসোও চলুক।"

"কিন্তু আর-একজন কাকে নিচ্ছ বললে না?"

"অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত হেনরিকেই সঙ্গে নেব ঠিক করেছি।

নিপুণ শিকারী না হলেও ওর মত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এ অঞ্চলে আর নেই। আচ্ছা আমি চলি ডিক, কাল ভোরে তৈরি হয়ে দুর্গে আসবে, কেমন ?"

পরদিন ভোরে রুপোলি রাইফেলটা কাঁধে ফেলে ডিক তার ছোট ঘোড়ায় চড়ে যথাস্থানে এসে হাজির হল। পেছনে পেছনে ক্রুসোও এল। জো আর হেনরি ইতিপূর্বেই তৈরি হয়ে ছিল।

তাদের বিদায় দেবার জন্যে তখন একটা ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে।

"তোমরা যদি তিন মাসের মধ্যে ফিরে না আসো, জো, তাহলে আমরা সদলবলে তোমাদের সন্ধানে বেরোব তো ?"—একজন বললে।

"তিন মাসের অনেক আগেই যদি আমরা ফিরে না আসি তো বৃথা আমাদের অনুসন্ধানের জন্যে তোমাদের আর কষ্ট করবার দরকার হবে না। বেঁচে থাকলে আমরা তার অনেক আগেই ফিরে আসব।" ঘোড়ায় জিন লাগাতে লাগাতে জো বললে।

এর কিছুক্ষণ পরেই তারা বেরিয়ে পড়ল।

পাঁচ

একটা ঘোড়ায় শুধু মালপত্র বোঝাই করা ছিল :—রেড ইণ্ডিয়ানদের উপহারের সামগ্রী, আর ওদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামান্য যা কিছু। সেই ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে নিয়ে যাবার ভার পড়ল হেনরির ওপরে।

তিনজনে পাশাপাশি চলতে লাগল। যে যার নিজের চিন্তায় বিভোর। ক্রুসো ডিকের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে। জো আর হেনরি পুরোনো শিকারী, তাদের কাছে এ ধরনের অভিযান নতুন নয়। রেড ইণ্ডিয়ানদের কাছে তারা কেমন ব্যবহার পাবে, কী ভাবে

তাদের সদ্ভাব লাভ করবে এই চিন্তাই বড় হয়ে তাদের মনে দেখা দিচ্ছিল। রেড ইণ্ডিয়ানদের চিন্তা ডিকের মনেরও অনেকখানি জুড়ে ছিল সত্যি, কিন্তু এই প্রথম অভিযানের উন্মাদনায়, প্রকৃতির অপূর্ব বন্য সৌন্দর্যে সে বিভোর হয়ে গিয়েছিল।

কিছুটা পথ চলবার পর জো ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল।

"থামছ কেন জো? চল, আগের মতই আরো খানিকটা পথ সবেগে ধেয়ে যাই!"—ডিক বললে।

ওর কথায় হেসে জো ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার সে রাশ টানল। ডিকও সঙ্গে সঙ্গে তার বেগ কমাতে বাধ্য হল। ডিকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জো বললে, "এভাবে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললে ঘোড়াগুলো সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন আমরা মুস্কিলে পড়ব। তাই বলছি, একটু রাশ টান।"

লজ্জা পেয়ে ডিক ঘোড়ার চলার বেগ কমিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ চলার পর ডিক জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা জো, আমাদের সঙ্গে যা খাবার আছে তা কতদিন চলবে মনে কর?"

"দিন দুয়েক। ততদিনে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাব। গ্রেট প্রেয়ারির বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখান থেকে তিন সপ্তাহের পথ হলেও আমাদের বন্দুক যে ইতিমধ্যে কিছু শিকার সংগ্রহ করবে, এটুকু ভরসা নিশ্চয়ই করতে পারি।"

"কিন্তু, যদি ধর কোন শিকার না জোটে?" ডিক বললে।

"কেন, তখন তো আমাদের ঘোড়াগুলো রয়েছে!" কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে হেনরি বললে।

"না, সত্যি জো, তেমন সম্ভাবনা কি আছে?"

"না, আমার তো মনে হয় কিছু না কিছু শিকার জুটে যাবেই। কিন্তু তাহলেও খুব জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে, এ পথে অজস্র হরিণ আর বাইসন পাওয়া যাবার কথা।"

"দেখ তো জো, ঐ দূরে উঁচু জায়গাটার কাছে! ঐ যে কালো-মতো, ওটা একটা হরিণ না?" তাকে বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে ডিক বললে।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে, ভ্রূর ওপরে বাঁ হাত চাপা দিয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে জো বললে, "হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে! যাও ডিক, এ সুযোগ নষ্ট কোরো না।"

সঙ্গে সঙ্গে ডিক আর ক্রুসো সেদিকে ধেয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ডিক বললে, "এখানে থাক্ ক্রুসো, আমার ঘোড়াটা ধর্।" বলে লাগামটা ক্রুসোর মুখে দিয়ে ডিক ঝোপঝাপ ভেঙে সন্তর্পণে এগিয়ে চলল। এভাবে খুব সাবধানে খানিকটা যাবার পর ডিক ঝোপ থেকে মাথা তুলে দেখলে, সেখান থেকে হরিণ-টার দূরত্ব প্রায় পাঁচশো গজ হবে। কিছু দূরে বাঁ দিকে একটা পাহাড়ি ঝর্না দেখা যাচ্ছে। যে ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করে ডিক নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছিল, তার প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে সে। সামনে এখন কেবল সুদূরপ্রসারী ফাঁকা মাঠ; একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার পেছনে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। সামনে উঁচু ঢিবিটার ওপরে নির্ভয়ে চরছে হরিণটা। এত দূর থেকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব; কিন্তু বন্য পশুদের একটা স্বভাব ডিকের ভাল করেই জানা ছিল। সে হল ওদের কৌতূহল। এই কৌতূহল-বৃত্তি হরিণদের মধ্যে আবার সবার থেকে বেশি। এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে ডিক বিন্দু-মাত্র দেরি করলে না। একটা শুকনো গাছের ডালের একদিকে তার রুমালটা পতাকার মত করে জড়িয়ে, নিজে ঝোপের অন্তরালে থেকে আস্তে আস্তে নাড়তে লাগল সেটা। হরিণটার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতেই সঙ্গে সঙ্গে তার দু-কান খাড়া হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে, সভয় পদক্ষেপে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কী তাই দেখবার জন্যে হরিণটা এগিয়ে আসতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পতাকাটা নেমে

এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডিকের রাইফেলের অব্যর্থ সন্ধানে ধরাশায়ী হল হরিণটা।

"সাবাস ডিক, সাবাস! রাতের খাওয়াটা আজ রীতিমতো জমবে দেখছি!" বলে হেনরি ঘোড়া ছুটিয়ে ডিকের কাছে এল।

"যা বলেছ! আজ আর শুকনো মাংস খেতে হবে না। কিন্তু তোমার ঘোড়াটা কোথায় গেল হে?" ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জো জিজ্ঞাসা করলে।

"এক্ষুনি এসে হাজির হবে।" বলে ডিক দুটো আঙুল মুখে পুরে দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে শিস দিয়ে উঠল।

এই শব্দ ক্রুসোর কানে পৌঁছবামাত্র সে হঠাৎ ঘোড়াটার পেছনের পায়ে সজোরে এক গোঁত্তা লাগালে। শান্তশিষ্ট ক্রুসোর এই অদ্ভুত আচরণে ঘোড়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে সবেগে ছুটতে লাগল। ক্রুসো জানত, ঘোড়াটাকে ভয় না দেখালে তাকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না, তাই সে এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করলে। লাগামটা মুখে করে ক্রুসো ঘোড়ার পেছু নিয়েছিল, কিন্তু পাছে লাগামটা কোন গাছে জড়িয়ে যায় সেই ভয়ে সে লাগামটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগল ওর পিছু পিছু। ওদের কাছাকাছি আসতেই ক্রুসো আবার লাগামটা তুলে নিয়ে একটু একটু করে ঘোড়াটাকে থামিয়ে দিলে।

"চমৎকার তোমার কুকুরটা তো হে, ডিক!" উচ্ছ্বসিত স্বরে জো বললে।

"তবু তো তোমরা ক্রুসোর সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নি! এসব ওর কাছে অতি সাধারণ কাজ। পুরো দু-বছর ধরে আমি ওকে শিক্ষা দিয়েছি। একমাত্র বন্দুক ছোঁড়া ভিন্ন যে-কোন কাজ ও করতে পারে।"

"চেষ্টা করলে বোধহয় বন্দুক ছোঁড়াও ওর পক্ষে অসম্ভব নয়!" বলে হাসতে হাসতে হেনরি ঘোড়া থেকে নামল।

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। জো ঠিক করলে যে রাত্রে এখানেই তাঁবু ফেলে আশ্রয় নেওয়া হবে। কাঠকুটো কুড়িয়ে উনুনের মত করা হল। তারপর ঝর্না থেকে জল এনে মাংস চড়িয়ে দিয়ে আগুনের সামনে বসে শুরু হল নানারকম গল্প। ঘন অন্ধকার ততক্ষণে সেই আগুনের বৃত্তের বাইরের সবকিছুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছে।

ভোজনপর্ব বেশ সুচারুভাবেই সমাধা হল: এবার এল চা আর ধূমপানের পালা। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন তিনটে খুলে এনে পাশাপাশি রাখা হল। খানিকটা ঘাসে ঢাকা জায়গা বেছে নিয়ে সেই জিনে মাথা রেখে আগুনের কাছে শুয়ে পড়ল তিনজনে। আর ডিকের পাশে শুয়ে পড়ল ক্রুসো। ক্রমে সবাই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু ক্রুসোর ঘুম অত্যন্ত সজাগ; আগুনে কাঠ ফাটার সামান্য শব্দেও সে থেকে-থেকে চকিত হয়ে উঠতে লাগল।

ছয়

পরদিন সূর্য ওঠবার আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। এইভাবে সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালার অন্তরালে তাঁবু খাটিয়ে তারা মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত এসে পৌছল উত্তর আমেরিকার সুবিখ্যাত গ্রেট প্রেয়ারির সামনে।

ডিকের জীবনে এ এক স্মরণীয় দিন। যে গ্রেট প্রেয়ারির চিন্তা ধ্যানে জ্ঞানে সব সময় তাকে আশ্রয় করে থাকত প্রথম কৈশোরের দিনগুলো থেকেই, বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই বিশাল প্রান্তর আজ তার সামনে! এ সম্বন্ধে কত লোকের কাছে কত কথাই সে শুনেছে, কত স্বপ্ন দেখেছে,—কিন্তু তবু কোন সঠিক ধারণা তার কল্পনায় দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। সে যা শুনেছে তা থেকে কত বিভিন্ন এই প্রান্তর!

না-দেখা জিনিসের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা প্রায়ই এইরকম ভুল হয়। ডিকের দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুততর হল, উত্তেজনার আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোলো না।

এই প্রান্তরের সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র সমুদ্রের। সমুদ্রের মত এই প্রান্তরেরও চারিদিক দিগন্তরাল রেখা দিয়ে ঘেরা. সমুদ্রের মত তারও বুক ঢেউ-খেলানো, কোথাও উঁচু, কোথাও বা নিচু। উভয়েরই ওপরে অন্তহীন নীল আকাশ. উন্মুক্ত উদ্দাম হাওয়া সমুদ্রের মত এ প্রান্তরেরও বুক কাঁপিয়ে বয়ে যায়। নানা আকৃতির গাছপালা দ্বীপের মত ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তর-সমুদ্রের এখানে ওখানে। রঙ-বেরঙের অসংখ্য পাখি, সুন্দর সুন্দর অপূর্ব ফুল বৃদ্ধি করেছে এই প্রান্তরের শোভা।

ঘোড়ার লাগাম টেনে জো ব্লান্ট বললে, "এখন থেকে হল আমাদের বিপদের শুরু।"

"বিপদের শুরু বলছ কী জো? বল, আনন্দের শুরু!" ডিকের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

"না ডিক, আমরা এখন প্রান্তরের বুকে এসে পড়েছি। এখানে শিকার দুষ্প্রাপ্য, জলেরও অত্যন্ত অভাব। অবিলম্বে জলের ব্যবস্থা করতে না পারলে হয়ত আমাদের ঘোড়াগুলো আর বাঁচবে না। তা ছাড়া এখানে ওখানে যে-সব জায়গায় বালির আস্তরণ পড়েছে, র্যাটল সাপে সে-সব জায়গা ভর্তি। আরো এক বিপদ হল ব্যাজারদের* গর্ত। ঘোড়ার পা যাতে সেই গর্তে না পড়ে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। আর সবার ওপরে রেড ইণ্ডিয়ানরা তো আছেই। একবার আমাদের সন্ধান পেলে ওরা দল বেঁধে ধেয়ে আসবে।"

"হ্যাঁ জো, ঠিক বলেছ। তার ওপরে আছে আবার প্রাকৃতিক

* ব্যাজার হচ্ছে একরকম নিশাচর জন্তু। ছুঁচলো মুখ, ছোট ছোট পা, মোটা চামড়া। মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে বাস করে।

বিপর্যয়—ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত।" বলে হেনরি মাথার ওপরের কালো মেঘটা দেখিয়ে দিলে।

"হ্যাঁ, বৃষ্টি আসছে। তবে, বজ্রপাতের আভাস এখনো পাচ্ছি না। বৃষ্টি আসবার আগেই আমাদের ঐ সামনের ঝোপগুলোর অন্তরালে আশ্রয় নিতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলে সেই ঝোপ লক্ষ্য করে ধেয়ে চলল। পথে এক অনুর্বর ভূমি অতিক্রম করবার পর হঠাৎ এক অদ্ভুত জিনিস দেখে থমকে দাঁড়াল ডিক। অসংখ্য ইঁদুরের মত ছোট-ছোট প্রাণী প্রান্তরের এক অঞ্চল ছেয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে জো বললে, "এ হল প্রেয়ারি-ডগ। কতকটা মারমটের মত দেখতে। এরা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে, আর ঘেউ-ঘেউ করে কতকটা কুকুরের মত। সেজন্য ওদের প্রেয়ারি-ডগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।"

ওদের দেখামাত্র ক্রুসো ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল, কিন্তু ডিকের মুখে সমর্থনের কোন আভাস না পাওয়ায় সে ওদের আক্রমণ করতে পারলে না।

প্রেয়ারি-ডগদের স্বভাবের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে ওরা খুব কৌতুক বোধ করলে। দূরের থেকে ওরা জো ও তার সঙ্গীদের ওপর খুব তম্বি করছিল, যেন এক্ষুনি দল বেঁধে এসে আক্রমণ করবে। কিন্তু শিকারীদের তরফ থেকে আক্রমণের সামান্যতম লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া-মাত্র সবাই যে-যার গর্তে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পতপত করে ল্যাজ দোলাতে লাগল। মুহূর্তমধ্যে সেই ল্যাজগুলোও অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের কাণ্ড দেখে ডিকের হাসি আর থামে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যে প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হল, তেমনটি ডিক আগে কখনো দেখে নি। ওদের তাঁবুর ভেতরে পর্যন্ত সমস্ত কিছু একেবারে ভিজে গেল। সারারাত চরম দুর্দশায় কাটিয়ে ভোরের দিকে সেই অবস্থাতেও সকলে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল

তখন বেলা হয়ে গেছে। সারা রাতের বৃষ্টির পর প্রকৃতি সতেজ হয়ে উঠেছে, ঘন সবুজে ছেয়ে গেছে চতুর্দিক। জামাকাপড়, মালপত্র শুকিয়ে নিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল।

এইভাবে কয়েক দিন অতিক্রম করার পর একদিন জো বললে, "আমরা খুব সম্ভব বাইসনদের এলাকার কাছে এসে পড়েছি। ঐ যে মাটিতে দাগ দেখছ, এ বেশি দিনের নয়, কোন বাইসন কিছুদিন আগেই এখানে কাদায় গড়াগড়ি খেয়েছে।"

ক-দিনের সম্পূর্ণ অভিনব অভিজ্ঞতায় ডিকের কৌতূহল ও উত্তেজনার অন্ত নেই। শিকারীদের কাছে এসব বৃত্তান্ত শুনে যে অদম্য বাসনা তার মনে ছেলেবেলা থেকে অঙ্কুরিত হয়ে ছিল, এতদিনে তা পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এ প্রান্তরের সমস্ত কিছুই এক অপরূপ রূপ নিয়ে তার চোখে দেখা দিতে লাগল।

মাত্র কয়েক গজ যেতে না যেতেই উত্তেজিত স্বরে জো বললে, "বাইসনের চিহ্নের জন্যে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না ডিক, ঐ—ঐ দেখ একটা বিরাট বাইসন!"

উত্তেজনায় অধীর হয়ে তক্ষুনি ডিক ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জো আর হেনরিও নামল ঘোড়া থেকে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছি! ওঃ, কী প্রকাণ্ড বাইসনটা! ব্যাটা কেমন মজাসে কাদা মাখছে দেখ!" চাপা গলায় হেনরি বলে উঠল।

"শুধু একটাই দেখছ তুমি? ঐ দেখ, দূরে,—অসংখ্য বাইসন চরে বেড়াচ্ছে। তোমার কুকুরটাকে সামলে রাখতে পারবে তো হে ডিক?"

"ওর জন্যে আমি একটুও ঘাবড়াচ্ছি না। আমি শুধু ভাবছি নিজেকে সামলে রাখতে পারব কি না!" বললে ডিক।

"এগিয়ে যাও, ডিক! কিন্তু খুব সাবধান, হাঁটুতে ভর করে নিঃশব্দে অগ্রসর হবে।"

কিছুদূর পর্যন্ত হামাগুড়ি দেবার পর সন্তর্পণে মাথা তুলে ডিক যে দৃশ্য দেখলে, যেকোন দুঃসাহসিক শিকারীর বুকে তা বরফের স্রোত বইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সমস্ত উপত্যকা সহস্রাধিক বাইসনে কালো হয়ে রয়েছে।

তখনো বাইসনগুলো এত দূরে রয়েছে যে তাদের হাঁক-ডাক অথবা খুরের শব্দ অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় গোটা-দুয়েক বাইসন পরম নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে চোখে পড়ে একটা প্রকাণ্ড বাইসন। বাইসনটা মহা ফুর্তিতে কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সুদূর পশ্চিমের এই প্রান্তদেশে যত বন্য জন্তুর সাক্ষাৎ মেলে তাদের মধ্যে সবথেকে ভয়ঙ্কর হল বাইসন আর ভালুক। ওদেশি বাসিন্দরারা বাইসনকে 'মোষ' বলে অভিহিত করলেও মোষের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর। উত্তর আমেরিকার এইসব প্রান্তরে সুবিস্তৃত জায়গা জুড়ে ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ওদের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে এবং ওদের চারণভূমিও একটু একটু করে পোছিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমে ; কিন্তু সুদূর পশ্চিমে ওদের আধিপত্য এখনো রয়েছে অব্যাহত।* ওদের গায়ের লোম ঘন-খয়েরি রঙের, কিন্তু ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। শীতে ও বসন্তে ওদের লোম অনেকটা বড় হয় এবং তার রঙও রোদে পুড়ে হালকা হয়ে আসে অনেকটা। কিন্তু শীতের পরে ওদের গায়ে যে নতুন লোম দেখা দেয় তার রঙ ঘন খয়েরি, প্রায় কালো বললেও চলে। আকৃতিতে কতকটা ষাঁড়ের মত হলেও বাইসনের মাথা আর কাঁধ ষাঁড়ের থেকে অনেক বড়। সর্বাঙ্গে বড় বড়

....

* এ বই প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। তখনো অসংখ্য বাইসন ওদেশে বাস করত। আজকাল বাইসনের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে বললেই হয়।

লোমের জন্য ওদের আকৃতি আরো ভয়াবহ দেখায়। বাইসনের ঘাড়ে এক প্রকাণ্ড কুঁজ থাকে এবং পেছনের পায়ের তুলনায় সামনের পা-দুটো অনেক লম্বা। ওদের মাথার শিং খুব লম্বা না হলেও বেশ মোটা, এবং পায়ের খুর দু-ভাগে ভাগ করা। ওদের ল্যাজ ছোট এবং তার প্রান্তে একগুচ্ছ চুল।

পুরুষ বাইসনের থেকে ভয়াবহ জন্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। ওদের এক-একটির ওজন কখনো-কখনো পঁচিশ মণের কাছাকাছি পর্যন্ত হয়। বাইসন আহত হলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। লাফিয়ে, গর্জন করে, মুখ দিয়ে ফেনা বের করে, নিশ্বাসের ঝড় তুলে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে বসে। শিকারীর বিশেষ ভাগ্য যে বাইসন সহসা ক্ষেপে যায় না, এবং সহজেই ভয় পেয়ে যায়। আর ওদের কাঁধের গড়ন যে রকম তাতে ওরা সহজে সোজা পথ ছাড়া ছুটতে পারে না। ওদের চোখের দৃষ্টি নিচের দিকে ফেরানো থাকে বলে সামনের দিকে ভিন্ন ওরা তাকাতেও পারে না অন্যদিকে। ক্ষিপ্ত বাইসনের আক্রমণ এড়াবার সবথেকে সহজ উপায় হল ওর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ানো। সাধারণত ওদের গতি বিশেষ দ্রুত না হলেও ক্ষেপে গেলে ওরা অত্যন্ত দ্রুত ছোটে। খুব ভাল ঘোড়া ছাড়া অন্য কোন জন্তুর পক্ষে ওদের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব।

বাইসনের কাদা মাখার কথা আগেই বলছি। গ্রীষ্মকালেই বিশেষ করে ওরা এতে প্রচুর আনন্দ পায়।

আবার আমাদের গল্পে ফিরে আসা যাক। প্রকাণ্ড বাইসনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা ছোট জলার ভেতরে নেমে কাদা মাখতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ জল-কাদা মেখে শিকারীদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো সে। আর-একটা বাইসন তখন এগিয়ে গেল সেই জলার দিকে। এমন সময় অতর্কিতে শিকারীদের গুলি ওদের উপরে বর্ষিত

হল। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ছুটে পালাতে লাগল যে-যার মত। সকলে অবশ্য পালাতে পারে নি। যে বাইসনটা জো-র গুলিতে আহত হয়েছিল, ডিকের গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সেটা। হেনরিও গুলি করেছিল, কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যে তার গুলি লক্ষ্যভেদ করতে না পারলেও অপর একটা বাইসনটাকে আঘাত করেছিল।

"চল, এবার ফেরা যাক।" বাইসনের মাংস কাটা হয়ে গেলে জো বললে।

"কিন্তু অপর বাইসনটার কথা ভুলে যাচ্ছ যে! সেটাও তো আহত হয়েছে!" ডিক বললে।

"ওঃ, তার কথা ভাবতে হবে না, সেও মারা যাবে। যা মাংস পেয়েছি তা-ই আমরা খেয়ে উঠতে পারব না, আর বেশি নিয়ে কী হবে?"

কথাটা ডিকের ঠিক পছন্দ হল না। "এখনই আসছি" বলে ক্রুসোকে নিয়ে আহত বাইসনটার দিকে সে এগিয়ে গেল।

কিছুদূর গিয়েই ডিক বাইসনটার দেখা পেলে। একটা নিচু জায়গায় পড়ে ছিল বাইসনটা।

"শুয়ে পড়্ ক্রুসো!" ফিসফিস করে ডিক বললে, "আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি শুয়ে থাক্।"

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসো শুয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ডিক। কিছুদূর যেতে না যেতেই বাইসনটা দেখতে পেলে তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হল। ক্রোধে, যন্ত্রণায় ক্ষ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে সে। বাইসনটার ভীষণ চেহারা দেখে ডিকের বুক কেঁপে উঠল। তার গায়ের লোমগুলো সব খাড়া হয়ে উঠেছে, মুখ দিয়ে রক্তমাখা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে, চোখদুটো জ্বলছে যেন আগুনের গোলা। ডিককে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরাট গর্জন করে বাইসনটা সবেগে তাকে আক্রমণ করল। আসন্ন মৃত্যুর

মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ডিক তার উপস্থিত-বুদ্ধি হারালে না, রাইফেল উদ্যত করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইসনটা খুব কাছে এসে পড়েছে। যখন আর মাত্র তিন গজ বাকি তখন ডিক এক লাফে ওর পথ ছেড়ে সরে এসেই সঙ্গে-সঙ্গে গুলি করলে। কিন্তু এতে বাইসনটার বিশেষ কিছুই হল না। গুলি লাগামাত্র সে থেমে পড়ে ডিকের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকে আক্রমণ করলে।

উত্তেজনার আতিশয্যে এবং এভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় ডিক নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললে। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইসনটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলে। যেন ইঁটের দেওয়ালে প্রতিহত হল গুলিটা। দ্বিগুণ বিক্রমে গর্জন করে বাইসনটা এসে পড়ল ডিকের খুব কাছে। এবারেও ডিক একপাশে লাফাতে গেল, কিন্তু কি-একটায় পা আটকে যেতেই সবেগে পড়ে গেল সে।

এতক্ষণে ক্রুসো খুব শান্ত ছেলের মত ডিকের আদেশ পালন করে আসছিল। কিন্তু ডিকের আসন্ন বিপদ দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলে না, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করে সে বাইসনটার মাথার ওপর লাফিয়ে পড়ে তার নাক কামড়ে ধরলে। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে বাইসনটা প্রস্তুত ছিল না; কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথাটা একবার ঝাড়া দিতেই ক্রুসো শূন্যে ছিটকে গেল।

কিন্তু মাটিতে পড়ে ক্রুসো ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলে। ভীষণ চিৎকার করতে লাগল, আর সুযোগ বুঝে থেকে-থেকে ধারালো দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়াতে লাগল বাইসনটাকে, যাতে সে আবার ডিককে আক্রমণ করবার সময় না পায়। ইতিমধ্যে ডিক নিজেকে সামলে নিয়ে রাইফেলে গুলি ভরে নিয়েছে। এবার আর সে ভুল করল না। লক্ষ্য স্থির করে এক গুলিতে তার ফুসফুস ফুটো করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ফাটানো চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল বাইসনটা।

প্রভুকে এভাবে রক্ষা পেতে দেখে ক্রুসোর আর আনন্দ ধরে

না। নেচে কুঁদে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সে বার বার ডিকের চারদিকে ঘুরতে লাগল।

মালবাহী ঘোড়াটার পিঠে মাংস বেঁধে নিয়ে শিকারীরা আবার বেরিয়ে পড়ল। ক্রমে সূর্য মধ্যাকাশে এল। বিশ্রামের জন্যে থামবে কি না পরামর্শ চলেছে, এমন সময়ে হঠাৎ জো শিষ দিয়ে উঠতেই বাকি দু-জন সচকিত হয়ে উঠল।

'কী ব্যাপার, জো ?"

"রেড ইণ্ডিয়ান !"

"অ্যাঁ ! কোথায় ?" হেনরি উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

জো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে মাটিতে কান পাতল। মাটিতে কান পাতলে এমন অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায় যা এমনিতে শোনা যায় না।

"ওরা বাইসনের দলটাকে তাড়া করেছে।"—জো বললে, "পনি বলেই মনে হচ্ছে ওদের। কান পাতলে তোমরাও ওদের চিৎকার স্পষ্ট শুনতে পাবে। এখন তোমরা কী করতে চাও বল।"

"সে তো তুমিই ভাল জান, জো !" বললে ডিক।

"হ্যাঁ, তা তো বটেই !" হেনরি সায় দিলে।

"তাহলে শোন। ঐ যে দূরে বালির টিপি দেখা যাচ্ছে, চল ওখানে যাওয়া যাক। ওখান থেকে চুপি-চুপি ওদের পেছন দিকে গিয়ে দেখব ওরা কী করছে। ওরা যদি পনি হয় তো সোজা ওদের কাছে চলে যাব। আর তা যদি না হয় তো ওখানে বসে আমাদের কর্মপদ্ধতি চিন্তা করে দেখা যাবে।"

প্রায় দশ মিনিট ঘোড়া ছোটাবার পর ওরা গন্তব্যস্থানে পৌছল। বালির টিবির আড়ালে লুকিয়ে ওরা আগন্তুকদের লক্ষ্য করতে লাগল। নিচের সমতলভূমিতে অসংখ্য বাইসন দেখা যাচ্ছে; আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে তারা ছোটাছুটি করছে, আর তাদের বৃত্তাকারে ঘিরে

প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী রেড ইণ্ডিয়ান তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে বৃত্তের পরিধি সঙ্কীর্ণ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। কোন বাইসন বাইরের দিকে ছুটে আসতেই আবার তাকে মাঝখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই ভীত, বিহ্বল বাইসনদের অনেকটা কাছে এসে রেড ইণ্ডিয়ানরা একযোগে তাদের আক্রমণ করলে। তারপর যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু হল তা বর্ণনার অতীত।

"এই আমাদের সুযোগ, হেনরি, ডিক! নির্ভয়ে আমার সঙ্গে এগিয়ে এস। এমন কোন ভাব দেখিয়ো না যাতে ওরা আমাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ করতে পারে, এবং আর যা-ই কর, ভুলেও অস্ত্র ব্যবহার কোরো না। এস আমার সঙ্গে!" বলে জো ঘোড়ার পিঠে চড়ল। ডিক আর হেনরিও তখন সবেগে তার সঙ্গে ধেয়ে চলল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেড ইণ্ডিয়ানরা ওদের দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে ওরা প্রস্তুত হয়ে রইল।

জো-র সন্ধানী চোখ সহজেই চিনে নিলে সর্দারকে। একটুও ইতস্তত না করে ওরা পূর্ণবেগে তার কাছে ছুটে গেল।

সর্দার পাথরের মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রায় উলঙ্গ। কয়লা-কালো ঘোড়াটার ওপর তার বসে থাকবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, খুব ছোটবেলা থেকেই সে ঘোড়ায় চড়ায় অভ্যস্ত।

জো পনি ভাষা জানত, তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য সর্দারকে জানিয়ে দিলে। তাদের জন্যে যে তারা উপহার-সামগ্রী এনেছে, সে কথাও জানাতে ভুলল না। কিন্তু সর্দারের কথায় বার্তায় বেশ বোঝা যাচ্ছিল যে সে তাদের ওপর বিশেষ খুশি হয় নি। এই কথা-বার্তার মধ্যে দলের আর সবাই একটু একটু করে তাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের জামা কাপড় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা যেভাবে টানা-

টানি করতে লাগল, জো তাতে বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠল।

"মাহ্‌তাওয়া আশা করে ক্যাকাশে-মুখোরা মিথ্যে বলছে না।" কথা শেষ হলে সর্দার বললে—"কিন্তু সন্ধি করতে সে চায় না। ক্যাকাশে-মুখোরা অত্যন্ত লোভী ; কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হয় না। দূরের পাহাড় দেখিয়ে দিয়ে তারা বলে ঐ পর্যন্ত যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা থামে না। মাহ্‌তাওয়া তাদের ভাল করেই চেনে।"

কথাগুলো জো-র কানে মৃত্যুদণ্ডের মত শোনালো, কারণ পনিরা যদি সন্ধি করতে না চায় তো তারা যে তাদের সকলকে হত্যা করে মাথার চামড়া তুলে নেবে* এবং সর্বস্ব লুণ্ঠন করবে, জো তা ভাল করেই জানে। এর ওপরে হল আর এক বিপদ। একজন রেড ইণ্ডিয়ান হঠাৎ আচমকা হেনরির রাইফেলটা ছিনিয়ে নিলে। হেনরি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে জো বললে, "শান্ত হও হেনরি, এতে তুমি শুধু নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে।"

এমন সময় আর-এক সর্দার ঘোড়ায় চড়ে ওদের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। এই নতুন সর্দার যে মাহ্‌তাওয়ার থেকে উচ্চপদস্থ, তা তার আচরণ এবং তার প্রতি অন্য সকলের ব্যবহার থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল। মাহ্‌তাওয়ার মত অত বলিষ্ঠ না হলেও তার আকৃতিতে কমনীয়তার অভাব ছিল না।

"ফ্যাকাশে-মুখোদের দেশে কি শিকার পাওয়া যায় না, যে তারা পনিদের দেশে এসেছে ?" বড় সর্দার প্রশ্ন করল।

"আমরা শিকার করতে আসি নি, আমরা পনিদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে এসেছি।" মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে সদর্পে জো বললে, "সূর্য-ওঠা দেশের আরো দূরে যে নদী আছে, সেই নদীর দেশের বড় সর্দার আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ক্যাকাশে

*অসভ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের রীতি। একে বলে, scalp করা।

আর লাল-মুখোরা কেন বৃথা লড়াই করে? তারা তো ভাই-ভাই। একই মনিতু* আকাশ থেকে দু'-দলের ওপরে দৃষ্টি রাখেন। ফ্যাকাশে-মুখোদের যত মালা কম্বল ছুরি সিঁদুর আছে অত তাদের দরকার নেই। লাল-মুখোদেরও অজস্র পশুর লোম রয়েছে—যার বিনিময়ে ফ্যাকাশে-মুখোরা সে সব দিতে প্রস্তুত। ফ্যাকাশে-মুখোদের বড় সর্দার আমাকে বলতে বলেছেন, লড়াইয়ের দরকার কী—এস আমরা শান্তির ধূম পান করি।"

মালা, কম্বল ইত্যাদির কথা শুনে বড় সর্দারের মুখ মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই সে-ভাব দমন করে কঠোর স্বরে সে বললে, "ফ্যাকাশে-মুখোরা মিথ্যা বলছে। তারা এসেছে ব্যবসা করতে। স্যান্-ইত-সা-রিশের চোখ খোলা আছে, সে দেখতে পায়। এইগুলো তোমাদের জিনিস না?" বলে সে মালবাহী ঘোড়াটার দিকে তাকালে।

"ব্যবসায়ীরা কখনো তাদের মালপত্র নিয়ে শত্রুশিবিরে যায় না। স্যান্-ইত-রিশের বুদ্ধি আছে, সে সহজেই এ কথা বুঝবে। পনি-সর্দারকে উপহার দেবার জন্যেই আমরা জিনিসপত্র এনেছি। শান্তির ধূম পান করা হয়ে গেলে পর আরো উপহার আসবে। ফ্যাকাশে-মুখোদের বড় সর্দারের কাছে আমরা কী সংবাদ নিয়ে যাব বল?"

স্যান্-ইত-সা-রিশ কতকটা শান্ত হল। বললে, "এখানে সব কথা হতে পারে না। ফ্যাকাশে-মুখোদের আমাদের শিবিরে যেতে হবে।"

এ প্রস্তাবে জো-র সানন্দেই রাজি হওয়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু শক্ত হওয়া মন্দ নয়। সে বললে, "আমাদের রাইফেল ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা যেতে পারি না। ফিরে গিয়ে যদি আমাদের বড় সর্দারকে বলি যে পনিরা চোর সে কি ভাল হবে?"

*ঈশ্বর

সর্দার ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে: "পনিরা চোর নয়, তারা বিশ্বাসী। তারা রাইফেলটা শুধু দেখবার জন্যে নিয়েছিল। রাইফেল ফেরত পাবে।"

সঙ্গে সঙ্গেই হেনরি তার রাইফেল ফেরত পেল।

ওদের সঙ্গে শিবিরে যেতে যেতে ডিক দেখলে, কয়েকজন বীর (ও দেশে শিকারীদের বীর আখ্যা দেওয়া হয়) মৃত বাইসনের রক্তমাখা কাঁচা হৃৎপিণ্ড চিবোতে চিবোতে চলেছে। ঘৃণায় ডিকের সর্বশরীর রি-রি করে উঠল।

জো-র বক্তৃতায় কোন কাজেই হত না যদি না তার সঙ্গে উপহারের সামগ্রী থাকত। একে-একে সেগুলো বের করে পনিদের লোলুপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ধরতে সে তাদের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতে লাগল।

"ফ্যাকাশে-মুখোদের বড় সর্দার এইসব উপহার পনি-সর্দারের জন্যে পাঠিয়েছেন," জো বললে—"তিনি আরো বলেছেন, পনিরা যদি বন্ধুভাব বজায় রাখে, ফ্যাকাশে-মুখোদের ঘোড়া চুরি বন্ধ করে, তাহলে তিনি ভবিষ্যতে আরো অনেক উপহার পাঠাবেন।"

"বেশ, বেশ। বড় সর্দারের বিচার-বুদ্ধি আছে। আমরা শান্তির ধূম পান করতে রাজি।"

যেসব মূল্যবান বস্তু উপহার হিসেবে জো দেখালে, সভ্য মানুষের পক্ষে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খেলো আয়না, রঙ-বেরঙের গালার মালা, ছুঁচ, শস্তা কাঁচি, সিঁদুর, রঙিন কাপড়, ইত্যাদি। পনিদের কাছে এসব বস্তুর এত মূল্য হবার কারণ, এসব পেতে হলে তাদের সভ্যদের দেশে যেতে হয়। সামান্য খেলো ছুরিও ওদের কাছে পরম মূল্যবান কারণ ওরা যে হাড়ের ছুরি ব্যবহার করে তার তুলনায় এ ছুরি অনেক উঁচুদরের জিনিস।

সর্দারকে কিছু উপহার-সামগ্রী দান করে জো পুঁটলি বেঁধে

ফেললে। ভবিষ্যতে আরো উপহার পাবার আশাতেই পনিরা সে-যাত্রা সমস্ত উপহার-বস্তুর ওপরে জোর করলে না।

বহুমূল্য উপহারগুলো ভাল করে পরীক্ষা করে সর্দার বললে, "ফ্যাকাশে-মুখোরা এখন ইচ্ছে করলে বীরদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারে, ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারে।"

"অত্যন্ত ঝানু লোকটা", জো চুপি চুপি সঙ্গীদের বললে,—"ওকে আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। সমস্ত জিনিসপত্রগুলো নেবার জন্যে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে ও।"

যাই হোক, জো আর তার সঙ্গীরা তখন বীরদের সঙ্গে আলাপ করতে গেল। বিশেষ বন্ধুর ভাব না দেখালেও পনিরা ওদের সঙ্গে কোন রকম দুর্ব্যবহার করলে না। ওরাও পনিদের অদ্ভুত অদ্ভুত খেলায় যোগ দিয়ে হৈ-হল্লা করতে লাগল।

সেখান থেকে ওরা নদীর দিকে অগ্রসর হল। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল ওরা। কান্নার শব্দটা আসছিল নদীর দিক থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ক্রুসোকে নিয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে দ্রুত এগিয়ে চলল। নদীতীরে গিয়ে ওরা দেখলে, একটি ছোট ছেলে জলে পড়ে খাবি খাচ্ছে আর তার মা তীরে দাঁড়িয়ে কোন রকম উপায় না দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাতরভাবে কাঁদছে। ডিক ক্রুসোর দিকে তাকাতেই ক্রুসো সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পার্বত্য নদী, এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হলেও এর স্রোত প্রবল। এই জায়গাটায় বিশেষ করে এর স্রোত ক্ষুরধার, কারণ যেখান থেকে নদী জলপ্রপাতের মত এখানে পড়ছে সে জায়গাটা অত্যন্ত খাড়াই।

ছেলেটি যেখানে পড়ে গিয়েছে সে জায়গাটা ঠিক পাড়ের নিচেই,—নদীর জল যেখানে সজোরে প্রপাতের মত পড়ছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে। ক্রুসো জলে পড়েই সাঁতরে গিয়ে ছেলেটির মাথার চুল কামড়ে ধরে জলের ওপর টেনে তুললে,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জলের টানে প্রায় সেই প্রপাতের ওপর গিয়ে পড়ল। জলের তোড়ে ছেলেটি ততক্ষণে তার মুখ থেকে আলগা হয়ে পড়েছে। মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে চারিদিকে তাকাতেই ক্রুসো ডুবন্ত ছেলেটিকে দেখতে পেলে। আর এক মুহূর্ত দেরি হলেই ছেলেটি প্রপাতের মুখে পড়ে প্রাণ হারাতো, কিন্তু দেখবামাত্র ক্রুসো আবার তাকে চুল ধরে টেনে তুললে।

মৃত ছেলেকে ফিরে পেয়ে মায়ের কী আনন্দ! জো, হেনরি আর ডিকও ক্রুসোকে খুব আদর করল।

এরপর ওরা তাঁবুতে ফিরে এল। পথে একটি ছোট ছেলে ওদের খবর দিল এবার ভোজনপর্ব শুরু হবে, ওরা সব ওষুধ-চুরুট টানতে বসে গেছে। ক্যাকাশে-মুখোরাও যেন এখুনি ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

'ওষুধ' কথাটা আমাদের ভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয় ওদের দেশে অত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ওষুধ বলতে ওরা যা কিছু বিস্ময়কর, যে-কোন ব্যাপারে কিছুমাত্র বাহাদুরি আছে, সবই বোঝে। এই ভোজনপর্বও ওষুধ, কারণ আজ শিকার ভাল পাওয়া গেছে বলে বিশেষ আয়োজন হয়েছে।

পরের দিন সকাল। জো, হেনরি আর ডিক বসে বসে নিজেদের অবস্থা চিন্তা করছে। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে জো বললে, "ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকছে না। সবথেকে শয়তান হল ঐ মাহ্‌তাওয়া! হতভাগার উদ্দেশ্য হল আমাদের যা কিছু মালপত্র সমস্ত হাত করা। যতদিন তা না করতে পারছে, ততদিন ও আমাদের সহজে ছাড়বে না।"

"আর, হাত করবার পরেই যে ছাড়বে, তেমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়?" এমন সুবিধেয় পেয়েও কি ও আমাদের মাথার চামড়া তুলে নেবার চেষ্টা করবে না?" বললে হেনরি।

"তাহলে কী হবে জো?" বিষণ্ণ স্বরে ডিক জিজ্ঞাসা করলে।

"পালানোই এখন একমাত্র উপায় দেখছি। তবু আমি একবার স্তান্-ইন-সা-রিশকে বলে দেখব। ওকে যদি কোন রকমে মাহ্‌তাওয়ার ওপর বিরূপ করতে পারি তো হয়ত একটা উপায় হতে পারে।

জো-র কথা শেষ হতে না হতেই ঘট্‌মট্‌ করতে করতে মাহ্‌তাওয়া এসে হাজির। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা কইলে না। হেনরি ডিকের রাইফেলটা নিয়ে নাড়া করছিল, মাহ্‌তাওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ-মাত্র না করে সে রাইফেলটার ওপরে মনোযোগ দিল।

ডিকের রুপোলি রাইফেল পনিদের কাছে এক রীতিমত বিস্ময়-কর বস্তু। ওরা তো রাইফেলটাকে ওষুধ আখ্যাই দিয়ে দিয়েছে।

রাইফেলটার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাহ্‌তাওয়া বললে, "মাহ্‌তাওয়া ঐ দু-নলা বন্দুকটা চায়। তার বদলে সে তার সেরা ঘোড়াটি দিতে প্রস্তুত।"

"মাহ্‌তাওয়ার দয়ার শরীর। কিন্তু ওর মালিক ওটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়, কারণ তাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে, পথে শিকার না করলে চলবে না।"—জো উত্তর করল।

"শিকারের জন্যে তো ও তীর-ধনুক ব্যবহার করতে পারে।"

"না, ও তীর-ধনুকের ব্যবহার জানেনা, ও তো রেড ইণ্ডিয়ান নয়!"

রাগে মাহ্‌তাওয়ার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে, "ফ্যাকাশে-মুখোদের সাহস বড় বেড়ে গেছে দেখছি। তারা এখন মাহ্‌তাওয়ার হাতে। অমনিতে রাইফেলটা না দিলে সে জোর করে ছিনিয়ে নেবে।" বলেই সে একলাফে গিয়ে হেনরির হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিলে।

পনি ভাষা জানা না থাকায় হেনরি ওদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারে নি। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে সে সর্দারের ওপর লাফিয়ে পড়ে এক টানে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে তাকে তাঁবুর বাইরে বের করে দিলে।

মুহূর্তমধ্যে মাহ্‌তাওয়া ছুরি বাগিয়ে ধরে এমন চিৎকার করে উঠল যে দশ বারোটা পনি একসঙ্গে কোথা থেকে ছুটে এল। পলক ফেলতেই তারা হেনরিকে ঘিরে ফেলে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিলে।

জো কিংবা ডিক এই আকস্মিক ব্যাপারে প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু পরক্ষণেই ডিক সে অবস্থা সামলে আক্রমণে উদ্যত হল।

ডিককে বাধা দিয়ে জো বললে, "না ডিক, শান্ত হও। ওভাবে মোটেই সুবিধে হবে না। হেনরির জন্যে ভয় কোরো না,—বড় সর্দারের অনুমতি ভিন্ন ওরা তার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।"

হৈ-হল্লা একটু কমলে পর জো উঠে দাঁড়াল। সকলকে উদ্দেশ করে বললে, "পনি বীরেরা কি সবাই প্রতারক হয়ে পড়েছে? কিছুক্ষণ আগেই যাদের সঙ্গে শান্তির ধূম পান করেছে তাদের ওপর আক্রমণ করছে কোন্ ধর্মে? মাত্র তিনজন ফ্যাকাশে-মুখোকে দলবল নিয়ে আক্রমণ করতে লজ্জা করছে না? ফ্যাকাশে-মুখোরা যদি কোন দোষ করেই থাকে তো তার বিচার করবেন বড় সর্দার। মাহ্‌তাওয়া ওষুধ রাইফেলটা চায়, কিন্তু আমরা রাজি না হওয়া সত্ত্বেও সে জোর করে নেবার চেষ্টা করছে। আমরা কি আমাদের বড় সর্দারের কাছে ফিরে গিয়ে বলব যে পনিরা সব চোর? এখনো রাইফেলটা ফেরত দিলে আমরা ক্ষমা করতে পারি।"

পনিদের মধ্যে সমর্থনসূচক গুঞ্জনধ্বনি উঠল! এতে বোঝা গেল, মাহ্‌তাওয়া ওদের বিশেষ প্রিয়পাত্র নয়। কিন্তু চতুর মাহ্‌তাওয়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে এসে বললে, "ফ্যাকাশে-মুখোরা মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে বটে, কিন্তু এ ওদের বুজরুকি। ওরা কি পনির শত্রুদের সঙ্গে সদ্ভাব করতে যাচ্ছে না? তাদেরও ওরা কত কি জিনিস দেবে, আরো কত কি দেবার প্রতিশ্রুতি জানাবে।

ওরা আসলে হল গুপ্তচর। আমাদের কী রকম শক্তি তাই জানতে এসেছে। ওদের ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে? না, তা হতেই পারে না। আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল ওদের মাথার চামড়া তুলে নেওয়া। একজন সর্দারের গায়ে ওরা হাত তুলেছে। ওদের মালপত্র সব আমরা বাজেয়াপ্ত করব।"

যারা মাহ্‌তাওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিল, মালপত্রের লোভে এখন তারাও বেঁকে দাঁড়াল। কিন্তু তাদের কোন কথা বলবার সময় না দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে জো বলে উঠল, "মাহ্‌তাওয়া কে? ও কি বড় সর্দার?" বলে ঘৃণিত দৃষ্টিতে মাহ্‌তাওয়ার দিকে তাকাল।

"ঠিক, ঠিক!"

তখন রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের সান্‌-ইত্‌-সা-রিশের কাছে নিয়ে গেল। সর্দারের সামান্য ইঙ্গিত পেলেই যে রেড ইণ্ডিয়ানরা তাদের ওপর লাফিয়ে পড়বে, এ জো-র বেশ ভাল করেই জানা ছিল। তাই যথাসম্ভব সাবধানে সে সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সর্দারের মন টলল। সে হেনরিকে মুক্ত করে দিতে এবং রাই-ফেলটা ফিরিয়ে দিতে হুকুম দিলে।

সেদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ চলল। এখান থেকে অবিলম্বে পালাতে না পারলে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। কিন্তু এখন কথা হল, কী ভাবে পালানো যায়। ওদের চলাফেরার ওপর অবশ্য কেউ কোন লক্ষ্য রাখছিল না, কিন্তু ওদের ঘোড়া ছিল একজন রেড ইণ্ডিয়ানের জিম্মায়। ঘোড়া আর মালপত্র না নিয়ে যে ওরা পালাতে পারবে না এ তারা ভাল করেই জানত এবং সেইজন্যে ওদের নিজেদের ইচ্ছেমত চলা-ফেরায় বাধা দেয় নি।

অনেক চিন্তা করেও ওরা কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারলে

না। শেষ পর্যন্ত ডিক বললে, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এস আমার সঙ্গে, বলছি।"

ডিকের সঙ্গে ওরা হ্রদের তীরে গিয়ে বসল। ডিক তার মতলবটা সকলকে জানাতেই ওরা তার সমর্থন করলে। তখন তারা একটা ক্যানো খুলে নিয়ে ক্রুসোকে সঙ্গে করে বেয়ে চলল। অপর পারে এসে ওরা ক্যানো থেকে নামল, তারপর ঝোপ জঙ্গল ভেদ করে হ্রদ আর মাঠের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে বড় বড় গাছের আড়ালে একটা জায়গা বেছে নিলে। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলে কেউ অনুসরণ করছে কি না, তারপর জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে নিয়ে ডিক বললে, "হ্যাঁ, ঠিক হবে। আয় তো ক্রুসো!"

ডিকের আহ্বানে ক্রুসো এক লাফে এসে হাজির।

"জায়গাটা চিনে রাখ্, শুঁকে রাখ্ ভাল করে।"

জায়গাটার ওপর বার-দুই ঘুরপাক খেয়ে ক্রুসো কয়েক বার আঘ্রাণ নিলে।

"ব্যস্ ব্যস্, ঠিক হয়েছে। চল এবার ফেরা যাক।"

"কিন্তু ডিক, আমরা কি ক্রুসোর ওপর এতটা নির্ভর করতে পারব?" হেনরির কণ্ঠস্বরে সন্দেহ প্রকাশ পেল।

"বেশ তো, তার পরীক্ষা চাও?" বলে ওখান থেকে বেশ কিছু দূরে চলে এসে একটা দস্তানা মাটিতে ফেলে দিয়ে ডিক ক্রুসোকে বললে, "এটা ওখানে নিয়ে যা তো!"

হুকুম তামিল করতে ক্রুসোর এক মুহূর্তও সময় লাগল না। ফিরে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগল সে।

"যা, নিয়ে আয় আবার।"

সঙ্গে সঙ্গে ডিকের দস্তানা তার হাতে এসে হাজির। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ডিক বললে, "এবার হল তো?"

"সত্যি ডিক, ক্রুসোর ওজনের সোনা দিলেও ওর উপযুক্ত মূল্য

দেওয়া হয় না।" বললে জো।

"কুকুর নয় হে, কুকুর নয়, ক্রুসো মানুষ!"—হেনরি বললে, "একমাত্র রাইফেল ছোঁড়া ভিন্ন এমন কোন কাজ নেই যা ও পারে না।"

এতক্ষণে ওরা হ্রদ পার হয়ে তীরে উঠেছে। ডিক বললে, "এইবার বার, জো, তোমার কাজ। ঐ যে স্ত্রীলোকটি বসে রয়েছে, ওর ছেলেকেই ক্রুসো সেদিন জল থেকে উদ্ধার করেছিল। আমাদের ঘোড়াগুলো ওরই স্বামীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ওকে বুঝিয়ে বলে কাজ আদায় করার ভার তোমার।"

"বেশ, তাই হবে।"

ডিক আর হেনরি তাঁবুর দিকে ফিরল, আর জো অগ্রসর হল স্ত্রীলোকটির দিকে। কাছে গিয়ে বললে, "পনি স্ত্রীলোকটি কি তার ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, এবং ফ্যাকাশে-মুখোদের কাছেও সে কৃতজ্ঞ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জো বললে, "পানি সর্দাররা ফ্যাকাশে-মুখোদের ভালবাসে না; তাদের কয়েকজন তো তাদের ঘৃণাই করে।"

"কালো ফুল তা জানে, এবং সেজন্য সে দুঃখিত। সম্ভব হলে সে তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।" নিম্ন স্বরে কথাগুলো বলে স্ত্রীলোকটি চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে।

জো ইতস্তত করতে লাগল। মেয়েটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে সতর্কভাবে বললে, "কালো ফুলের কাছে যদি ফ্যাকাশে-মুখো মন খুলে কথা বলে তাহলে কি সে ফ্যাকাশে-মুখোকে সাহায্য করবে? তাতে কিন্তু তার দেশের লোকেরা তার ওপর বিরূপ হবে।"

"ফ্যাকাশে-মুখোদের সাহায্য করতে কালো ফুল কোন বাধাই মানবে না।"

কথাবার্তায় সহজ সুর এনে এবার জো ফিসফিস করে তাদের

মতলব জানালে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, কোন দিন কোন নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি ঘোড়া চারটে নিয়ে হ্রদের অপর পারে এক নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসবে। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই সে যাবার আগে বলে যাবে যে সে জ্বালানি কাঠের সন্ধানে যাচ্ছে। শিকারীরা না আসা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তাদের জন্যে।

তখন জো নিশ্চিন্ত মনে শিবিরে ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে তিন বন্ধু বেশ সহজ ভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বাস করতে লাগল এবং ওদের ব্যবহারে রেড ইণ্ডিয়ানরা যাতে কোন রকম সন্দেহ করতে না পারে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল। ইতিমধ্যে ডিক রোজ তাদের মালপত্র কিছু কিছু করে কোটের আড়ালে লুকিয়ে নির্জনে নিয়ে গিয়ে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে ক্রুসোকে দিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিতে লাগল। জিনিসপত্র এভাবে নিয়ে যাবার ফলে যে জায়গাটা খালি হয়ে যাচ্ছিল, বাইসনের পরিত্যক্ত চামড়া দিয়ে ডিক তা ভরে দিতে লাগল। ফলে কেউই কিছু টের পেলে না। এভাবে ক্রমে সমস্ত মালপত্র যথাস্থানে পাঠানো হল।

ইতিমধ্যে অবশ্য জো একেবারে হাল ছাড়ে নি : সর্দারকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছে, অনেক অনুনয় করেছে। কিন্তু সর্দারও শেষ পর্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে শান্তির ধূম পান করেছে বলেই তার বিবেক ওদের হত্যা করার পরামর্শে সায় দিচ্ছিল না, কিন্তু ওদের মালপত্র আর ঘোড়াগুলো হাত-ছাড়া করা তার অভিপ্রায় নয়।

শেষ পর্যন্ত ওদের পালাবার দিন এল। অন্ধকার রাত্রি। নিশ্চিন্ত মনে শিস দিতে দিতে ওরা হ্রদের দিকে অগ্রসর হল, যেন প্রতিদিনের অভ্যাস-মত এমনি বেড়াতে বেরিয়েছে। মাহ্‌তাওয়া কিন্তু, কেমন করে জানি না, ওদের ওপর সন্দেহ করে ওদের পিছু পিছু চলল। ওকে দেখে জো নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললে, "হতভাগা কেমন করে জানি

না সন্দেহ করেছে। যা-ই হোক, চল এগিয়ে যাই।"

"হতভাগার কপালে শেষপর্যন্ত মরণই আছে দেখছি!" দাঁতে দাঁত চেপে হেনরি চাপা গলায় বললে।

যেন কিছু হয় নি, এমন ভাব বজায় রেখে ওরা গল্প করতে করতে পথ চলতে লাগল। শিস দিতে দিতে হ্রদের তীরে গিয়ে একটা ক্যানো খুলে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

মাহ্‌তাওয়াও অপর একটা ক্যানোয় করে ওদের অনুসরণ করলে। সে জানত ওরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ বন্দুকের শব্দ হলেই সবাই ছুটে আসবে। সে নিশ্চিন্ত মনে ওদের নৌকোর কাছে এগিয়ে গেল।

"ফ্যাকাশে-মুখোরা অনেক দেরিতে শিকারে যায় দেখছি!"—সে বললে।

"শিকারে নয়। আমরা চাঁদের আলো ভালবাসি। ঘণ্টাখানেক পরেই চাঁদ উঠবে, আমরা অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের আলো উপভোগ করব।"

"পনি-সর্দারও চাঁদের আলো ভালবাসে। সেও ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে যাবে।"

"বেশ তো, আসুক না সেও।"—জো নির্লিপ্ত স্বরে বললে।

ওদের স্বচ্ছন্দ ভাব দেখে সর্দার একটু আশ্চর্য হল। যাই হোক, ওপারে নেমে ওদের সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে সে বললে, "ফ্যাকাশে-মুখোরা একাই যাক, মাহ্‌তাওয়া তাঁবুতে ফিরবে।"

এর উত্তরে জো অতর্কিতভাবে ওর গলা টিপে ধরলে। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে মাহ্‌তাওয়া চিৎকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু জো-র হাতের আঙুল ততক্ষণে তার কণ্ঠরোধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাহ্‌তাওয়া ছুরি বের করতে উদ্যত হল, কিন্তু হেনরি বিদ্যুৎগতিতে তার দু-হাত পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে মুহূর্তমধ্যে তাকে কাবু করে ফেললে। ততক্ষণে ডিক একটা রুমাল তার মুখে এঁটে বেঁধে দিয়েছে। সমস্ত

ব্যাপারটা ঘটতে দু-মিনিটও লাগল না। তারপর ওর ছুরি আর টম্যাহক কেড়ে নিয়ে হেনরি আর জো ওকে ধরে নিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে মাহ্‌তাওয়া যখন দেখলে সে বৃথাই শক্তি-ক্ষয় করছে, তখন সে হতাশ হয়ে ক্ষান্ত হল।

প্রান্তরের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে ওরা ওর মুখের বাঁধন খুলে দিলে। কারণ ওরা জানে, এত দূর থেকে চিৎকার করলে সে শব্দ গ্রামে পৌঁছবে না।

"এবার ওকে মেরে ফেলি, কেমন?" হেনরির হাত নিশপিশ করছে।

"না না, ওকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা চলে যাব।"

"কিন্তু তাহলেও তো ও না খেতে পেয়ে মারা যাবে, জো! তার চেয়ে বরং"—

"সে ওর কপাল। তবে আমার মনে হয়, দু-একদিনের মধ্যেই গ্রামের কেউ না কেউ ওকে দেখতে পাবে। আর ওর শরীরে যা চর্বি আছে তাতে দু-তিন দিন না খেয়েও ও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারবে। একমাত্র আপত্তি হল, ওকে বাঁধবার জন্যে যেটুকু দড়ি দরকার সেটুকুও আমাদের উদ্বৃত্ত নেই। কিন্তু তার আর উপায় কী?"

"উপায় আছে জো, উপায় আছে। আমি উপায় করছি। ওকে একটা গাছে উঠতে বল তো!"

"কেন ডিক?"

"শোনো-ই না যা বলছি!"

সর্দারকে গাছে ওঠার হুকুম দিতে সে আশ্চর্য হল। কিন্তু হুকুম তামিল না করে উপায় কী? এক লাফে গাছে উঠে পড়ল সে। তখন ডিক বললে, "ক্রুসো, ওকে পাহারা দে।"

গাছের ওপর মাহ্‌তাওয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসো গাছটার তলায় গিয়ে বসল। তারপর তার দু-সারি তীক্ষ্ণ দাঁতের

সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে, মেঘগর্জনের মত শব্দ করে সে মাহ্‌তাওয়াকে বুঝিয়ে দিলে যে পালাবার চেষ্টা করা আর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা।

পনি মেয়েটি কথা রেখেছিল। যথাস্থানেই ছিল ঘোড়াগুলো। ক্রুসোকে পাহারায় রেখে ওরা সেখানে গিয়ে মালপত্র ঘোড়ায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে ডিক থেমে দাঁড়ালে। তারপর দুটো আঙুল মুখে দিয়ে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে উঠল।

অনেক দূর থেকে আসা সেই শিস ক্রুসোর কানে প্রবেশ করতে সে তীরবেগে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে চলল। মাহ্‌তাওয়াও মুহূর্তমাত্র দেরি না করে প্রাণপণে চিৎকার করতে করতে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল।

এর প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই রেড ইণ্ডিয়ানরা দলে দলে ওদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে ওরা নাগালের অনেক বাইরে।

নির্জন প্রান্তরের বুকে আবার ওদের ঘোড়া ছোটানো শুরু হল। এইভাবে কেটে গেল কয়েক দিন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ওরা সিয়াউ রেড ইণ্ডিয়ানদের কোন গ্রামের সন্ধান পেল না।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় গাছ পাতার আড়ালে একটা জায়গা বেছে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা শুয়ে পড়ল। শোবার আগে চারিদিকে আগুন জ্বেলে রাখতে ভুলল না, কারণ রেড ইণ্ডিয়ান না থাকুক, নেকড়ের অভাব নেই এ অঞ্চলে।

"ঘেঁউ ঘেউ, ঘেঁউ ঘেঁউ!"

ক্রুসোর ক্রুদ্ধ গর্জনে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

"নেকড়ে বোধহয়!" জো রাইফেল বাগিয়ে ধরে বললে। আবার ক্রুসো গর্জন করে উঠল; কিছুদূর পর্যন্ত ছুটে গিয়ে অধীর ভাবে বাতাস শুঁকতে লাগল।

"ওঠ ওঠ, ঘোড়া প্রস্তুত করে নাও তোমরা! ক্রুসো নিশ্চয়ই কোন বিপদের সন্ধান পেয়েছে! কারণ বিশেষ উত্তেজিত না হলে ক্রুসো কখনো এমন ব্যবহার করে না!"

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওরা প্রস্তুত হয়ে নিলে।

"ক্রুসোকে ডেকে নাও, ডিক!" ফিসফিস করে জো বললে, "ওর চিৎকার শুনলে শত্রু আমাদের আক্রমণ করে বসবে।"

কিন্তু ক্রুসো তার আগে থেকেই ভীষণ চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। একদল রেড ইণ্ডিয়ান প্রান্তরের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল; ক্রুসোর গর্জনে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে ওদের আক্রমণ করলে।

"পালাও, পালাও!" জো চিৎকার করে উঠল, "একবার ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই!"

সঙ্গে সঙ্গে তিন জনে সবেগে ধেয়ে চলল। এতক্ষণে রেড ইণ্ডিয়ানরা ওদের স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে। সোল্লাসে চিৎকার করতে করতে তারা ওদের পেছনে ধাওয়া করলে।

আক্রমণকারীর দল মহা উল্লাসে পূর্ণ বেগে ওদের ধাওয়া করছে; এভাবে আক্রান্ত হয়ে ওরা পাগলের মত ঘোড়া ছোটাতে লাগল। ঘোড়াগুলোও আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে ধেয়ে চলল বিদ্যুৎগতিতে। কিন্তু তবুও দু-দলের মধ্যেকার ব্যবধান আগের মতই রয়ে গেল।

"ওরা বুনো ঘোড়ার সওয়ার!" পলকের জন্যে পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে জো বললে, "দড়ির ফাঁস—ল্যাসো ছুঁড়তে ওরা খুব ওস্তাদ। মানুষ, এমনকি ঘোড়াকে পর্যন্ত ওরা খুব সহজেই ল্যাসোয় বেঁধে ফেলে। সুতরাং খুব সাবধান। আর, ব্যাজারদের গর্তে যাতে কোনমতেই ঘোড়ার পা না পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।"

সে বিষয়ে ওদের নতুন করে সাবধান করে দেবার কোন প্রয়োজন

ছিল না। অদূরে একটা ছোট পার্বত্য নদী দেখা যাচ্ছে,—সে নদী ওদের পেরিয়ে যেতে হবে। কোন্‌খান দিয়ে গেলে নদী পার হওয়া সহজ হবে মনে মনে তার একটা হিসেব করে নিয়ে ডিক সেদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলে। জো আর হেনরিও প্রাণপণে ছুটে চলল সেদিকে। একটা বড়গোছের ঝোপ সামনে পড়ায় ডিক তার ডান পাশ দিয়ে ছুটে চলল। জো আর হেনরি তাড়াতাড়িতে ধেয়ে গেল তার বাঁ পাশ দিয়ে। ফলে ওরা আর পরস্পরকে দেখতে পেলে না। কিন্তু তখন আর এ ভুল সংশোধন করবার সময় নেই। নদীর তীরে পৌঁছে অপর পারের দিকে তাকিয়ে ডিক হতাশ হয়ে দেখলে, নদীর ওপারের তীর প্রায় কুড়ি ফুট মত খাড়াই উঠে গিয়েছে, যা ডিঙিয়ে যাওয়া যে-কোন ঘোড়ার পক্ষে অসম্ভব। ঘোড়ার বেগ কিছুমাত্র না কমিয়ে কয়েক শ গজ পথ নদী-বরাবর চলবার পর ডিক যেখানে এসে পৌঁছল, অপর পারের উচ্চতা সেখানে অনেকটা কম এবং কোন দুঃসাহসী ঘোড়ার পক্ষে তা এক লাফে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। ইতিমধ্যে শত্রু আরো অনেকটা কাছে এসে পড়েছে।

এক প্রকাণ্ড লাফ মেরে ডিকের ঘোড়া সে বাধা অতিক্রম করে গেল। কিন্তু ক্রুসো অতটা লাফাতে পারলে না : সে তীর ধরে প্রাণ-পণে ছুটতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে রেড ইণ্ডিয়ানদের দলের অগ্রণী তার খুব কাছেই এসে পড়েছে। ল্যাসোটা মুহূর্তের জন্যে বন্‌বন্‌ করে ঘুরিয়ে নিয়ে সে ক্রুসোর মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসোর আর্ত চিৎকারে সারা প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল।

ক্রুসোর চিৎকার শোনামাত্র ডিক ফিরে তাকিয়ে দেখলে, ক্রুসোকে রেড ইণ্ডিয়ানটা তুলোর বস্তার মত স্বচ্ছন্দে তুলে নিচ্ছে। ক্রুসোর এই বিপদে ডিক নিজের বিপদের কথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ক্রুসোর সাহায্যের জন্যে ঘোড়াকে সেদিকে ফিরতে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু ঘোড়া

তখন তার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছে—এই প্রথম সে প্রভুর আদেশ অমান্য করলে। উন্মত্তের মত ডিক লাগাম টানতে লাগল ; কিন্তু কিছুতেই ঘোড়াকে বশে আনতে পারলে না।

এইভাবে বিদ্যুৎগতিতে আরো প্রায় ঘণ্টাদেড়েক ছোটবার পর ডিক আর-একবার মাথা তুলে পেছনে তাকালে। রেড ইণ্ডিয়ানদের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে বুঝল, তারা তার আশা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বন্ধু দু-জনেরও কোন সন্ধান পেল না সে। অথচ ঘোড়াটা নিজের এবং প্রভুর বিপদের কথা স্মরণ করে তখনও তেমনি মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে !

কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাজারের গর্তে পা আটকে যেতেই ঘোড়াটা ডিগবাজি খেয়ে সশব্দে পড়ে গেল। ডিকও দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল।

আট

মুখে চোখে রোমশ পশুর ছোঁয়া লাগার মত এক অস্বস্তিকর অনুভূতির মধ্যে ডিকের জ্ঞান হল। নেকড়ের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ঐ অবস্থাতেও লাফিয়ে উঠল ডিক। নেকড়ের বদলে যখন সে দেখলে ক্রুসো,—তার অতি আদরের ক্রুসো নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তখন ডিকের আনন্দ দেখে কে ?

ক্রুসো কিভাবে রেড ইণ্ডিয়ানদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এল, এবারে তা শোন। ক্রুসোকে ল্যাসোয় আটকে ওরা কয়েকজন মিলে ওর চার পা আর মুখ খুব শক্ত করে বাঁধলে। এমন অবস্থায় ক্রুসো এর আগে কখনো পড়ে নি। না পারে বাধা দিতে, না পারে ডিককে তার দুরবস্থার কথা জানাতে। যা-ই হোক ওরা তো ক্রুসোকে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলল। তাঁবুতে গিয়ে এক বুড়ির জিম্মায় ক্রুসোকে রেখে ওরা আমোদ-আহ্লাদ করতে লাগল।

মুক্তির কিছুমাত্র আশা না দেখতে পেয়ে ক্রুসো হতাশ হয়ে চুপ করে পড়ে রইল। ক্রমে রাত হল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল। যে বুড়ির তত্ত্বাবধানে ক্রুসোকে রাখা হয়েছিল, কতকগুলো মাংসের হাড় নিয়ে সে ক্রুসোর মুখের বাঁধন খুলে দিলে। মুক্তি পাবার এই একমাত্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ক্রুসো ভুলল না। মুখের বাঁধন খুলে দেওয়া সত্ত্বেও সে চোখ-মুখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল। কুকুরটা অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে করে বুড়ি মাংসের হাড়গুলো সেখানে ফেলে তার মুখের বাঁধন খোলা রেখেই চলে গেল। চোখ পিটপিট করে ক্রুসো বুড়ির

কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল ; বুড়ি দূরে চলে যেতেই সে প্রাণপণে তার পায়ের বাঁধন কাটতে চেষ্টা করলে। প্রায় দশ মিনিট কামড়াবার পর সে বন্ধনমুক্ত হল। একবার গা ঝাড়া দিয়ে, বার-দুই ডন দিয়ে হাড়-কখানা কোনরকমে উদরস্থ করেই ক্রুসো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যেখানে ধরা পড়েছিল সেখানে এসে আস্তে আস্তে নদী পার হয়ে ডিকের গন্ধ লক্ষ্য করে পথ চিনতে তার বেশি কষ্ট হয় নি।

এদিকে তেষ্টায় ডিকের ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে মাথা তুলে চারিদিকে তাকাতে লাগল সে। তখন ভোর হয়েছে: প্রথম সূর্যের আলোয় ডিক দেখলে, মাত্র একশো গজ দূরে একটা ছোট নদীর মত রয়েছে। সারা দেহে অসহ্য বেদনা। ক্লান্ত দেহটাকে কোন রকমে সেখানে টেনে নিয়ে গিয়ে ডিক আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে দিলে।

উঃ কী অসম্ভব লোনা জল! ডিকের তখনকার অবস্থা কথায় প্রকাশ করা যায় না। জল থেকে কয়েক গজ দূরে পরিশ্রান্ত দেহটাকে কোন রকমে টেনে এনে ডিক বালি তুলে গর্ত খুঁড়তে লাগল। মাত্র দু-মিনিট সে বালি তুলেছে কি না সন্দেহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার ক্লান্ত দেহ সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়ল। ক্রুসোকে তার খোঁড়া গর্তটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে ডিক ক্ষীণস্বরে বললে, "খুঁড়ে বের কর্ ক্রুসো!"

"খুঁড়ে বের কর্" ক্রুসোর কাছে নতুন হুকুম নয়। কতবার সে ডিকের হুকুমে গর্ত থেকে খরগোস খুঁড়ে বের করেছে তার ঠিক নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে মহা উৎসাহে খুঁড়তে লাগল—প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগল, এই বুঝি খরগোস বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু খরগোস বেরোলো না, বেরোলো জল। সে জল মুখে দিয়ে ডিক দেখলে, লবণাক্ত হলেও কোন রকমে পান করা চলে। অঞ্জলি ভরে সেই জল পান করে ডিক যেন শরীরে একটু বল পেলে। এতক্ষণে তার ঘোড়াটার কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি সে যেখানে ঘোড়া

থেকে পড়ে গিয়েছিল সেই জায়গায় গিয়ে দেখলে, ঘোড়াটা মরে শক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। প্রভুভক্ত ঘোড়া নিজের জীবন দিয়ে প্রভুর প্রাণ রক্ষা করলে। অবিরল অশ্রুধারা নেমে এল ডিকের দু-গাল বেয়ে।

ডিক আর ক্রুসো এখানেই কাটিয়ে দিলে কয়েকটা দিন। দিনে শিকার আর রাতে নিদ্রা, এভাবে কয়েকটা দিন যাবার পর ডিক অনেকটা সুস্থ হল। এবার সে বন্ধুদের সন্ধানে যাবে। কিন্তু ঘোড়া না হলে কী করে তা সম্ভব?

প্রান্তরের বুকে চলতে চলতে ডিক মাস্তাং ঘোড়াদের দৃপ্ত বলিষ্ঠ ভঙ্গী অনেকবার দেখেছে। মাস্তাং ঘোড়ারা একসঙ্গে দল বেঁধে চলে, পায়ে তাদের বিদ্যুতের গতি। একটা মাস্তাং ঘোড়াকে যদি সে কোন রকমে বশে আনতে পারে! মাস্তাংদের মাথায় একটা দুর্বল জায়গা আছে ডিক জানে, সেখানে গুলি লাগলে ওরা তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে, অথচ আঘাতটা গুরুতর কিছু হয় না। মাস্তাং ঘোড়া বশ করতে হলে সবথেকে সহজ উপায় হল তাকে এভাবে কাবু করা।

একদিন সুযোগও মিলে গেল। এক সবুজ ঘাসে ছাওয়া সমতলভূমির ওপরে একদল মাস্তাংকে চরতে দেখে ডিক তখনই তার মনস্থির করে ফেললে। একটা খুব শক্ত-গোছের গাছের ছাল দিয়ে একটা ছোট্ট আর একটা বেশ লম্বা দড়ি তৈরি করে নিলে। বড় দড়িটার একদিকে একটা ফাঁস মত করে কাঁধে ঝুলিয়ে নিলে সেটা। তারপর খুব সন্তর্পণে মাস্তাংদের দিকে এগিয়ে গেল।

অনেকটা কাছে আসবার পর ডিক শুয়ে পড়ে বুকে হেঁটে কিছুদূর পর্যন্ত এগোল। মাস্তাংরা এখনো তার অস্তিত্ব টের পায় নি। ক্রুসোকে সেখানে চুপ করে বসে থাকতে নির্দেশ দিয়ে ডিক আরো একটু এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে ডিক তার ঘোড়া বেছে নিয়েছে। হ্যাঁ, ঘোড়া বটে!

দলের সেরা ঘোড়া ওটা। সন্তর্পণে লক্ষ্য স্থির করে ডিক রাইফেল ছুঁড়লে। সঙ্গে সঙ্গে মহা চিৎকার তুলে সমস্ত দলটা পাগলের মত প্রাণভয়ে ছুটে পালালো। প্রান্তর জুড়ে একটা ঝড় বয়ে গেল যেন। তার লক্ষ্যের ঘোড়াটা কিন্তু গুলি লাগামাত্র পড়ে গিয়েছিল। মুহূর্ত-মাত্র বিলম্ব না করে ডিক আর ক্রুসো তার কাছে ছুটে গেল। ডিক তার সামনের পা দুটোর মধ্যে একটা দড়ি বেঁধে দিলে যাতে সে বড়-বড় পা ফেলে ছুটতে না পারে। তারপর পেছনের পা দুটোও সেই-ভাবে বেঁধে ফেলে ছোট দড়িটা তার চোয়ালে বেঁধে ফেললে। এইবার বড় দড়ির ফাঁসটা গলায় পরাতে আর কি! সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে দু-মিনিটও সময় লেগেছে কি না সন্দেহ, কিন্তু ইতিমধ্যেই ঘোড়াটার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

তারপর শুরু হল এক তাণ্ডব দৃশ্য! বুনো ঘোড়াকে কী ভাবে ধরতে হয় ডিকের তা জানা ছিল। টানাটানির ফলে ফাঁসের দড়িটা ঘোড়ার গলায় সজোরে বসে যেতে সে নির্জীব হয়ে পড়ে এবং তখন তাকে আয়ত্তে আনবার জন্যে অন্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু এ ঘোড়ার গলায় যেন ফাঁসটা একটুও চেপে বসেছে না,—হয় ওর গলার মাংসপেশীগুলো অসাধারণ শক্ত, কিংবা ফাঁস লাগানোর ব্যাপারে কোন গলদ হয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ধস্তাধস্তি চলল। ডিকের সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে, দম ফুরিয়ে এসেছে; কিন্তু তবুও ডিক দড়িদুটো প্রাণপণে ধরে রাখল।

এবারে ক্রুসোর পালা। সমস্ত শক্তি একত্র করে ক্রুসোও বড় দড়িটার শেষ প্রান্ত ধরে সজোরে টান লাগালে। ডিকও এবার ছোট দড়িটা ছেড়ে দিয়ে শুধু বড় দড়িটা ধরে টানতে শুরু করলে। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই ফাঁসটা ঘোড়ার গলায় চেপে বসল, সে দম আটকে নির্জীবের মত পড়ে গেল।

তখন ডিক ঘোড়াটার পায়ের বাঁধন খুলে দিলে। তারপর তার পিঠে বসে তার চোয়ালে বাঁধা ছোট দড়িটা লাগামের মত করে বাগিয়ে ধরলে। তারপর ক্রুসোকে বড় দড়িটা ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়ে আলগা করে দিলে ফাঁসটা। ফাঁসটা আর কিছুক্ষণ গলায় থাকলে ঘোড়াটার শ্বাসরোধ হত।

দুয়েকটা লম্বা নিশ্বাস নিতেই ঘোড়াটা সুস্থ হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একলাফে উঠে দাঁড়াল সে। ডিকও বেশ শক্ত হয়ে তার পিঠে চেপে বসল।

তারপর যা শুরু হল তা বর্ণনার অতীত। বনের স্বচ্ছন্দগতি, স্বাধীনচেতা ঘোড়ার পক্ষে পিঠে এরকম বোঝা বহন করা অসহ্য! ডিককে ফেলে দেবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ডিকও নাছোড়বান্দা। শেষ শক্তি নিয়োজিত করে সে ঘোড়ার পিট আঁকড়ে বসে রইল, কিছুতেই ঘোড়া তাকে পিঠ থেকে ফেলতে পারলে না। তারপর প্রায় আধঘণ্টা ধরে বাতাসের বেগে ধেয়ে চলল। তার কষ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

এতক্ষণে যেন ঘোড়াটার শক্তি একটু কমে আসছে। আরো প্রায় ঘণ্টা-দুই ধস্তাধস্তির পর এক সময়ে থেমে দাঁড়াল ঘোড়াটা। তখন ডিক ক্রুসোকে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে সরে যেতে ইঙ্গিত করলে, যাতে ঘোড়াটা তাকে দেখে ভয় না পায়। তখন সে তার পিঠ থেকে নামল। ঘোড়াটার মাথা চাপড়ে তার কানে কানে ফিসফিস করে কথা বললে। তারপর তাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে খুব খানিক-ক্ষণ ধরে দলাই মালাই করলে। তখন ঘোড়াটাকে সেখানে চরতে দিয়ে ক্রুসোর কাছে ফিরে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে ডিক বিশ্রামের জন্যে শুয়ে পড়ল। এত ক্লান্তি সত্ত্বেও, ঘোড়াটাকে যে বশে আনতে পেরেছে এই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল সে।

মাস্তাং উপত্যকার এক বন্ধুর নাম অনুসারে ডিক ঘোড়াটার নাম রাখল চার্লি। এবার ডিক চার্লির শিক্ষায় মন দিলে। অসীম ধৈর্যে, দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর চার্লি পোষ মানল, তার শিক্ষাও হল সম্পূর্ণ। এবারে ডিক ঠিক করলে, বন্ধুদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে।

জো আর হেনরির চিহ্ন লক্ষ্য করে ডিক পথ চলতে লাগল। বেশ কয়েক দিন এইভাবে চলার পর একদিন সকালে ঘুম ভেঙে ডিক দেখে, চারিদিক তুষারে ছেয়ে গেছে। সেই তুষারের দেশে বন্ধুদের কোন চিহ্নই আবিষ্কার করা সম্ভব হল না। হতাশায় ভেঙে পড়ল ডিক। ঘ্রাণশক্তিও তাকে কোন পথের সন্ধান দিতে পারলে না। তখন ডিক ক্রুসোর বাধ্য হয়ে ঠিক করলে, তুষারপাত শেষ হয়ে যতদিন না আবার ঘাস দেখা যায়, ততদিন সেখানেই কাটাবে।

চার্লিকে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে ডিক শিকারে বেরিয়ে পড়ল। কিছু দূর যাবার পর একটা বড় পাথরের স্তূপ অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গে সে যা দেখল তাতে তার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল। সেখান থেকে মাত্র ত্রিশ গজ দূরে একটা প্রকাণ্ড গ্রিজলি ভালুক তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যে ভালুক-শিকারের স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছে, এমন আচমকা নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মুখোমুখি পড়ে ডিক প্রথমটা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিঃসঙ্গ তো নয়! ক্রুসোও তো রয়েছে! তার সর্বশরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে,—ধারালো দাঁতগুলো বের করে সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভালুকটার দিকে।

বেচারা ক্রুসো! ভালুকের এক থাবায় তার যে কী অবস্থা হতে পারে একথা যদি সে জানত!

গ্রিজলি ভালুকের মত ভয়ঙ্কর জন্তু ওদেশে আর নেই। যেমন বিরাট, বলিষ্ঠ আকৃতি, তেমনি ভীষণ তার স্বভাব। একা গ্রিজলি

সম্মুখীন হওয়া ওদেশী শিকারীরা কখনো কল্পনাও করতে পারে না, এবং প্রথম শ্রেণীর শিকারী ভিন্ন এ পর্যন্ত কেউ গ্রিজলির সামনে সামনে পড়ে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি।

অনেকটা ইয়োরোপের তামাটে ভালুকের মত দেখতে হলেও গ্রিজলির আকৃতি তার থেকে অনেক বড়—লম্বায় কখনো ন ফুটের থেকেও বেশি হয়। তাদের গায়ের লোম আরো লম্বা এবং আগার দিকটা কতকটা ফ্যাকাশে। থাবাগুলো সাদা, ময়লাটে, আর যেমন বড় তেমনি শক্ত আর ধারালো। বেড়ালের মত এদের নখ থাবার মধ্যে লুকোনো থাকে না, এবং তার ফলে এদের পা গুলো একটু বেয়াড়া দেখায়। এই কারণে ওরা অন্য ভালুকের মত স্বচ্ছন্দে গাছে উঠতে পারে না। শুধু এই কারণেই অনেকবার অনেক শিকারী ওদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে। মাংসাশী হলেও গ্রিজলি মাঝে মাঝে নিরামিষ খেতে ভালবাসে, এবং মিষ্টি দাঁত থাকার জন্যে মধু তার এক বিশেষ প্রিয় খাদ্য।

ডিককে দেখামাত্র ভালুকটা তার পেছনের পায়ে ভর করে সিধে দাঁড়িয়ে উঠে এক গভীর গর্জন করে উঠল। ক্রুসোও পেছিয়ে পড়বার পাত্র নয়, দাঁত খিচিয়ে সেও তার ক্রোধ প্রকাশ করলে। আশু বিপদের সম্ভাবনায় ইতিমধ্যে ডিকের জড়তা কেটে গেছে, রাইফেল উদ্যত করে সে ওর বুক লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপে দিলে।

কিন্তু সে গুলিতে কোনই ফল হল না। উপরন্তু সঙ্গে সঙ্গে চার পায়ে ভর করে ভালুকটা তাকে আক্রমণ করলে।

“পালা ক্রুসো, পালা,—শিগগির!” ক্রুসো ভালুকটাকে প্রতি-আক্রমণ করতে উদ্যত দেখে ডিক চিৎকার করে উঠল। ক্রুসো কথা শুনল, এবং পলক ফেলতে না ফেলতে ডিক একটা গাছের পেছনে আত্মগোপন করল। ভালুকটা কাছে ধেয়ে আসতেই ডিক তাকে লক্ষ্য করে তার দ্বিতীয় গুলিটা ছুঁড়ল। আহত হয়ে মুহূর্তের জন্যে

একবার পড়ে গিয়েই ভালুকটা আবার তাকে আক্রমণ করতে এল। এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে ডিক রাইফেলে গুলি ভরতে পারলে না বা যে বড় গাছটার আড়ালে ছিল তাতে উঠতে পারলে না। আর ছুটে পালানোও তো সম্ভব নয়—তার ডাইনে প্রায় একশো ফুট উঁচু খাড়াই, আর বাঁয়ে নিবিড় বন। খাড়াইটার দিকে আর-একবার দৃষ্টিপাত করে ডিক দেখলে, খাড়াইয়ের গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট গর্ত আর উচু পাথর রয়েছে। আর মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না করে ডিক এক-লাফে নিচের গর্তটায় পা দিয়ে ওপরের একটা পাথর ধরে ফেললে। এইভাবে প্রায় কুড়ি ফুট ওপরে ওঠবার পর নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ভালুকটাও ঠিক তার মত করে সেখান দিয়ে বেয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বড় বড় নখগুলোর জন্যে তাড়াতাড়ি উঠতে পারছে না। ইতিমধ্যে ডিক তাড়াতাড়ি তার রাইফেলে গুলি ভরতে লাগল। গুলি ভরা হয়ে গেলে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, ভালুকটা তার প্রায় এক ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে।

ক্রুসো আর স্থির থাকতে পারলে না, প্রভুর এই বিপদ দেখে সে তার আদেশ অমান্য করে ক্রুদ্ধ গর্জন তুলে সবেগে ছুটে গিয়ে ভালুকের পিঠ কামড়ে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে দুটোতে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ল নিচে।

ইতিমধ্যে ডিকের রাইফেলের দুটো নলেই গুলি ভরা হয়ে গেছে। মুহূর্তমধ্যে সেখান থেকে লাফিয়ে পড়ে ভালুকের কানে রাইফেলের মুখ লাগিয়ে এক গুলিতে তার মাথার ঘিলু উড়িয়ে দিলে। ভালুকের উদ্যত থাবা ক্রুসোর কাছ পর্যন্ত নেমে এসেছিল, কিন্তু গুলি মাথায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই অবস্থাতেই সে প্রাণত্যাগ করলে।

ডিক তাড়াতাড়ি ক্রুসোকে পরীক্ষা করে দেখলে, কয়েকটা আঁচড় ভিন্ন বিশেষ গুরুতর কোন আঘাত সে পায় নি। আনন্দের আতিশয্যে ডিক ক্রুসোকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর ডিক ভালুকটার ছাল ছাড়িয়ে নিলে, তারপর বহু যত্ন করে কেটে নিলে তার নখগুলো।

আরো কয়েকটা দিন সেখানেই কাটল। তুষারপাত বন্ধ হলে ডিক আবার বন্ধুদের সন্ধানে বেরোবে ঠিক করেছিল, কিন্তু তুষারপাত বন্ধ হবে কি, ক্রমেই যেন আরো বেশি পুরু হয়ে তুষার পড়তে লাগল। তবে কি এবার শীত একটু আগে থেকেই শুরু হবে! এ কথা চিন্তা করতেই তার মন মুষড়ে পড়ল, কারণ সারা দেশ তুষারে ছেয়ে গেলে তো বন্ধুদের খোঁজে যাওয়া বেশ কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রাখতে হবে!

খাওয়া-দাওয়া সেরে চুপচাপ বসে ডিক একথা-সেকথা চিন্তা করছে, এমন সময় হঠাৎ মানুষের সাড়া পেয়ে সচকিত হয়ে উঠল। একটা বড় পাথরের ওপর উঠে শব্দ লক্ষ্য করে দূরের উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখলে, প্রায় একশো অশ্বারোহী ধীর পদক্ষেপে তুষারের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে।

ডিক অবাক হয়ে দেখলে, দলের মধ্যে কয়েকজন সাদা মানুষও রয়েছে। এই নির্বান্ধব রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে এভাবে সাদা মানুষের সন্ধান পেয়ে ডিক আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি চার্লির পিঠে চড়ে ক্রুসোকে নিয়ে সে সবেগে ওদের লক্ষ্য করে ছুটে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের সারির রেড ইণ্ডিয়ানদের রাইফেল তাকে লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে উঠল। কিন্তু একজন সাদা মানুষ তাদের ইঙ্গিতে বাধা দিয়ে ডিকের কাছে এগিয়ে এসে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, "তুমিও নিশ্চয় ট্র্যাপার। ইংরিজি জানো?"

"হ্যাঁ, জানি বৈকি!" বলে ডিক ঘোড়া থেকে নেমে সজোরে তার করমর্দন করে বললে, "এই বিদেশ বিভুঁইয়ে আপনার মত এক ভদ্রলোকের দেখা পেয়ে সত্যিই অত্যন্ত খুশি হয়েছি।" তারপর তার নিজের পরিচয় দিলে এবং অভিযানের সমস্ত বৃত্তান্ত তাকে শোনালে।

তারপর শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের পরিচয় নিয়ে জানল তাঁর নাম ওয়াল্টার ক্যামেরন, দেশ স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর ব্যবসা হচ্ছে পশুর চামড়া আর লোম সংগ্রহ করা।

ডিকের দিকে তাকিয়ে ক্যামেরন বললেন, "আচ্ছা ভাই, তুমি তো রকি পাহাড়ের পুব দিক থেকে আসছ। ওদিকের পথঘাট আমাদের জানা নেই। তুমি কেন আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে চল না? একা-একা এই বিপদসঙ্কুল দেশে আর কত ঘুরে বেড়াবে?"

"আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই, মিঃ ক্যামেরন। কিন্তু বন্ধুদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত অন্য কোন চিন্তা আপাতত আমার পক্ষে অসম্ভব। এ ব্যাপারে যদি আপনি আমায় সাহায্য করেন তো বিশেষ উপকৃত হব।"

"তোমাকে আমি সাধ্যমত সাহায্য করব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু আগে আমার লোকজনদের একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার, তারপর তোমার বন্ধুদের সন্ধানে যাওয়া যাবে। আচ্ছা, তাদের আকৃতির একটা বর্ণনা দাও তো, আমি আমার লোকজনদের জিজ্ঞাসা করে দেখি তারা কেউ তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পাব কি না!"

জো আর হেনরির চেহারার বর্ণনা দিয়ে মিঃ ক্যামেরন অনুচরদের জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কেউ ওদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে কি না। শুনে সকলে চুপ করে রইল। শুধু একজন এগিয়ে এসে জানালে, পথে সে একদল রেড ইণ্ডিয়ানকে দু-জন ফ্যাকাশে-মুখো সম্বন্ধে কি যেন বলাবলি করতে শুনেছে।

তাই তখন ঠিক হল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জো আর হেনরির অনুসন্ধানে যাওয়া হবে।

জন-ত্রিশেক লোককে তাঁবুর তত্ত্বাবধানে রেখে ডিক আর মিঃ ক্যামেরন সদলে বেরিয়ে পড়লেন।

তিন দিন পরে হঠাৎ এক জায়গায় কয়েকজন রেড ইণ্ডিয়ানের দেখা

মিলল। অতর্কিতভাবে এদের সামনে পড়ে যাওয়ায় ওরা আর পালাবার সময় পেল না, মরীয়া হয়ে তীরধনুক বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল।

মিঃ ক্যামেরন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথা থেকে আসছ তোমরা ? এখানে কী করছ ?"

মিঃ ক্যামেরনকে ওদের নিজেদের ভাষায় কথা বলতে দেখে ওরা আশ্বস্ত হল।

"আমরা ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে আর শিকারের সন্ধানে এসেছি। আমাদের বাড়ি অনেক দূরে, মিসুরি নদীর তীরে।" ওদের একজন বললে।

"তোমরা পেইগান। কিন্তু পেইগানরা তো যুদ্ধের সাজে শিকার করতে আসে না !"

এভাবে ধরা পড়ে ওরা ঘাবড়ে গেল। মিঃ ক্যামেরন যে ওদের সম্বন্ধে এত খবর রাখেন এ ওদের জানা ছিল না।

"পেইগানরা কি কিছু সঙ্গে না এনে খালি হাতেই ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায় ?" মিঃ ক্যামেরন আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

পেইগানদের মুখে এবারও কথা নেই। তারা ধরা পড়ে গিয়েছে।

মিঃ ক্যামেরনের আর কোন সন্দেহই রইল না যে এ একটা ডাকাতের দল, এবং হয়ত এদের হাতেই জো আর হেনরি ধরা পড়েছে। তিনি বললেন, "তোমরা মিথ্যা কথা বলছ! আমি জানি, তোমরা ডাকাতের দলের লোক; আমাদের তাঁবুতে গুপ্তচর হয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছিলে। তোমাদের তাঁবুতে যে দু-জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে, সে খবরও আমার অজানা নয়। যাই হোক, চল, তোমাদের তাঁবুতে যাই। আমি শত্রুতা করতে আসি নি: আমার উদ্দেশ্য, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। তোমাদের সর্দারদের সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে কথাবার্তা বলব, শান্তির ধূম পান করব।"

ওদের সমস্ত জারিজুরি এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় ওরা একেবারে মুষড়ে পড়েছিল : বাধ্য হয়ে এঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু ওদের শিবিরে যে দু-জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে, এ কথা ওরা কিছুতেই স্বীকার করলে না।

কিছুক্ষণ চলবার পর ওরা রেড ইণ্ডিয়ানদের তাঁবুর কাছাকাছি এসে পড়ল। ইতিমধ্যে কখন যে একজন রেড ইণ্ডিয়ান দল ছেড়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গিয়েছে, কেউ লক্ষ্য করে নি। ব্যাপারটা যখন ডিকের চোখে পড়ল, তখন আর তাকে ধরে ফেলবার সম্ভাবনা নেই। ক্যামেরনকে একথা জানাতে তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। যাতে লোকটা সমস্ত ব্যাপার দলের মধ্যে খুলে বলবার সময় না পায় সেই উদ্দেশ্যে সবাই তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গেল।

সর্দারদের সঙ্গে দেখা করে কামেরন বললেন, তিনি শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং ব্যবসায়ের জন্যে তাদের দেশে এনেছেন। পেইগানরা তাতে তাদের সমর্থন জানালে, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করলে না যে ওদের দলে দু-জন ফ্যাকাশে-মুখো আছে : ওরা শান্তির ধূম পান করতে রাজি হল।

অনেক কায়দা করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক রকম ভাবে চেষ্টা করেও ক্যামেরন জো আর হেনরির কোন সংবাদ বার করতে পারলেন না।

এদিকে ক্রুসো রেড ইণ্ডিয়ানদের মোটেই সহ্য করতে পারছে না : উত্তেজিত হয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে। তার হাবভাব দেখে ডিকের মনে হল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। মিঃ ক্যামেরনকে একান্তে ডেকে নিয়ে সে তাঁর কানে কানে ফিসফিস করে তার মতলব জানালে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি ডিকের পরামর্শে সায় দিলেন।

ইতিমধ্যে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও একটা ছোটখাট পরামর্শ হয়ে গেল।

হঠাৎ মিঃ ক্যামেরন দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর লোকদের বললেন, "আমি ইঙ্গিত করা-মাত্র তোমরা এক লাফে বন্দুক বাগিয়ে ধরবে। কিন্তু সাবধান, হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত কেউ গুলি ছুঁড়বে না।" তারপর রেড-ইণ্ডিয়ানদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "পেইগানরা মিথ্যাবাদী। দু-জন ফ্যাকাশে-মুখোকে লুকিয়ে রেখেছে, অথচ স্বীকার করেছে না। যাই হোক, আমরা ঝগড়া করতে ভালবাসি না। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি পেইগানরা সেই ফ্যাকাশে-মুখোদের মুক্ত করে না দেয় তো আমাদের অন্য পথ দেখতে হবে।"

এ কথার উত্তরে পেইগান সর্দার এগিয়ে এসে বললে, "ফ্যাকাশে-মুখো যাদের কথা বলছেন পেইগানরা তাদের দেখে নি এবং তাদের সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারে না। এর বেশি তাদের আর কিছু বলবার নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়কণ্ঠে ক্যামেরন বললেন, "সাবধান পেইগানরা। যে যেখানে আছ ঠিক তেমনি থাক। এতটুকু নড়েছ কি মরেছ!"

মিঃ ক্যামেরনের ইঙ্গিত পাওয়া-মাত্র তাঁর অনুচরেরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের লক্ষ্য করে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলে।

এই অত্যন্ত আকস্মিক ব্যাপারে পেইগানরা এত হতভম্ব হয়ে গেল যে সংখ্যায় ওদের প্রায় চতুর্গুণ হলেও ওরা কেউ তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হবার সময় পেলে না। যে যার জায়গায় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল।

তখন ডিক ক্রুসোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কয়েকবার বাতাসে মুখ তুলে ক্রুসো কিসের যেন ঘ্রাণ নিলে, তারপর লাফাতে লাফাতে সোজা বনের দিকে চলল। ডিকও সঙ্গে সঙ্গে তার পিছু-পিছু ছুটতে লাগল।

কিছুদূর পর্যন্ত গিয়ে থেমে দাঁড়াল ক্রুসো। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আবার এগিয়ে চলল সে। একটা ঘন পাতায় ঘেরা প্রায়-

অন্ধকার ঝোপের কাছে এসে ক্রুসো উত্তেজিতভাবে মাটি আঁচড়াতে শুরু করলে।

ক্রুসোর ব্যবহারে ডিকের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। তবে কি তার বন্ধুরা এখানে কবরস্থ হয়েছে?

ডিকও ক্রুসোর সঙ্গে গাছপাতা সরাতে লাগল।

হঠাৎ নরম মত কি একটা হাতে লাগতে ডিক চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি সেখানকার পাতাগুলো সরাতেই একটা মানুষের আকৃতি তার চোখে পড়ল। একি! এ যে জো ব্লাণ্ট! তখন আর চিন্তা করবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি সমস্ত ঘাস-পাতা সরিয়ে ফেলে ডিক জো-কে উদ্ধার করলে। তারপর তার পায়ের আর মুখের বাঁধন খুলে দিতেই জো একবার আড়মোড়া ভেঙে বললে, "পাশেই হেনরি ঠিক এইভাবে পড়ে রয়েছে। এস তাকেও উদ্ধার করি।"

জো আর হেনরিকে সঙ্গে করে ডিক ক্যামেরনের সঙ্গে মিলিত হল। এ ভাবে ওদের সমস্ত চাতুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় রেড ইণ্ডিয়ানরা অত্যন্ত অপ্রস্তুত হল।

"পেইগানরা মিথ্যাবাদী। এক্ষুনি আমি তাদের সবার মাথার চামড়া তুলে নিতে পারি। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, আমরা শান্তির উদ্দেশ্যে এসেছি। তাই তাদের ছেড়ে দিলাম। তারা মুক্ত।"

ওদের এভাবে ক্ষমা করাটা হেনরির মোটেই মনঃপূত হল না! ওরা তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে।

জো আর হেনরির ঘোড়া আর মাল-বোঝাই ঘোড়াটা নিয়ে ওরা ফেরার পথ ধরলে। যাবার আগে ক্যামেরন কিছু মালপত্র ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। ফ্যাকাশে-মুখোদের এই সদাশয় ব্যবহারে পেইগানরা আশ্চর্য হল।

পথে ওরা আরো অনেক জাতের রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তির ধুম পান করলে। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছু দিন। ইতিমধ্যে

ডিক আরো কয়েকটা গ্রিজলি ভালুক শিকার করেছে, এবং তার রুপোলি "ওষুধ-রাইফেল" সকল শ্রেণীর রেড-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেই এক বিস্ময়কর বস্তু বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ক্রমে ওদের সমস্ত মালপত্রই বিলোনো হয়ে গেল। এবার দেশে ফেরার পালা। ক্যামেরনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের বন্ধুরা ফেরার পথ ধরল।

পথে আরো বিপদ, অনেকবার প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে একদিন ভোরের দিকে ওরা নিজেদের গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ল।

একদিন ভোরে উঠে গ্রামের প্রান্তে পায়চারি করতে করতে দূর থেকে ভেসে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে মার্সটন সচকিত হয়ে উঠল। আগন্তুকদের রেড ইণ্ডিয়ান মনে করে সে তাড়াতাড়ি গ্রামের মাতব্বরদের সংবাদ দিলে।

আরো কাছে আসতে অশ্বারোহীদের দেখা মিলল, কিন্তু তাদের সঙ্গে ওটা কী? আর, একটা ঘোড়াও তাদের দলে রয়েছে মনে হচ্ছে, যার সওয়ার নেই!

"ও! বুঝেছি, বুঝেছি!" উত্তেজনায় অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠল মার্সটন—"ঐ তো ক্রুসো,—আর ঐ—ঐ ডিক, ঐ হেনরি, ঐ জো!"

তার কথায় ছোটখাট দলটার মধ্যে আনন্দগুঞ্জন শুরু হল। তারপর দেখতে দেখতে ডিক, হেনরি, জো আর ক্রুসো ওদের মধ্যে এসে উপস্থিত।

সমবেত গ্রামবাসীদের অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে জো এক সময়ে দেখলে, ডিক সেখানে নেই। ডিক এক মুহূর্তও ওদের মধ্যে না থেমে সোজা বাড়ি চলে গিয়েছিল।

মিসেস ভার্সে তখনো ডিকের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পান নি।

তাই এই ভোরে দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে আশ্চর্য হয়ে দরজা খোলামাত্র ডিক সজোরে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে।

পুনর্মিলনের সে দৃশ্য কথায় বোঝানো যায় না।

এদের সাফল্যমণ্ডিত সফরের ফলে পরদিন গ্রাম জুড়ে যে ভোজ-সভা হল তাতেও লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। তাতে ডিকের রুপোলি রাইফেল পর পর তিন বার পেরেক বসিয়ে দিয়ে ডিকের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করলে।

জো ব্রাণ্ট আর হেনরিকে গ্রামের মাতব্বরদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে সবাই একবাক্যে মেনে নিলে। ডিকের কিন্তু এ সব ভাল লাগত না। বনের নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। সে তার জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। বনে জঙ্গলে ঘুরে ফিরে শিকার করার মত আনন্দ সে আর কিছুতেই পায় না। এরপর যতদিন মা ছিলেন ডিক গ্রামের আশেপাশে শিকার করেই সন্তুষ্ট থাকত। মায়ের মৃত্যুর পর সে ক্রুসো আর চার্লিকে নিয়ে পুরোপুরি শিকারী হয়ে বনে চলে গেল। ইয়েলোস্টোন নদীর তীর থেকে সুদূর মেক্সিকো উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে ডিকের রুপোলি রাইফেল আর তার কুকুর ক্রুসোর বীরত্বের কাহিনী আজ রূপকথায় পরিণত হয়েছে।

শেষ

অ নু বা দ

পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ (২য় সংস্করণ) — ৬'০০

আইল্যাণ্ড অব ডক্টর মোরো—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ (৩য় সংস্করণ) — ২'৫০

ফুড অব দি গডস—এইচ্ জি ওয়েল্‌স্ — ২'০০

মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড—জুল ভার্ন (অনুবাদ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) — ৩'৫০

রাশিয়ার রাজদূত মাইকেল স্ট্রগফ—জুল ভার্ন (অনুবাদ মনোমোহন চক্রবর্তী) — [illegible]'৫০

ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন—জুল ভার্ন (অনুবাদ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) — ২'৫০

ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন—জুল ভার্ন (ঐ) — ২'০০

এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ—জুল ভার্ন (ঐ) — ২'৫০

জার্নি টু দি সেণ্টার অব দি আর্থ—জুল ভার্ন (ঐ) — ২'০০

ইলিয়াড—হোমার (৩য় সংস্করণ) — ১'০০

অডিসি—হোমার (৩য় সংস্করণ) — ১'২৫

ইলিয়াড-অডিসি—হোমার (একত্রে) — ২'০০

ঈনিড—ভার্জিল — ১'৭৫

ডন কুইকজোট—সার্ভেণ্টিস — ১'২৫

কেটির কাণ্ড—সুসান কুলিজ (হোয়াট কেটি ডিড) — ২'০০

কোরাল আইল্যাণ্ড—ব্যাল্যাণ্টাইন — ১'৭৫

ব্ল্যাক টিউলিপ—আলেকজাণ্ডার ডুমা — ১'৫০

হোয়াইট ফ্যাঙ—জ্যাক লণ্ডন — ২'০০

অথই জলের রূপকথা—কিংসলি (২য় সংস্করণ) — ২'০০

সোনালি নদীর রাজা—রাস্কিন — ১'০০

বুনো হাঁসের দল—হ্যানস অ্যাণ্ডারসেন — ১'০০

আজব দেশে অমলা—হেমেন্দ্রকুমার রায় (৪র্থ সংস্করণ) — ১'৫০

[লুই ক্যারল-এর 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' অবলম্বনে]